এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী ২০২৫

হিসাব পেশ ঃ আবদুল্লা জামাল

প্রস্তাব পেশ ঃ অম্লান দে

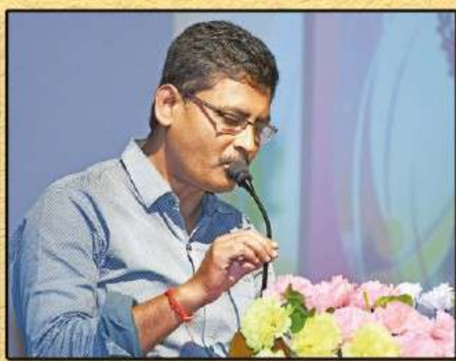
প্রস্তাব পেশ ঃ অনিমেষ ঘোষ

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ঃ অপ্রতিম চন্দ

প্রস্তাব পেশ ঃ আশিস কুমার গুপ্ত

নীতি-প্রস্তাব ঃ চঞ্চল সমাজদার

প্রস্তাব পেশ ঃ দেবাংশু সরকার

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ঃ দীপক সেনগুপ্ত

জবাবী ভাষণ ঃ কৃশানু দেব

নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী

আলো ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৪
সপ্তত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৫
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-
**প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, শান্তনু গাঙ্গুলী
সৌমিক চৌধুরী, শুভ্রাস্ত ঘটক, প্রণবেশ পুরকাইত**

-ঃ সম্পাদক ঃ-
অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১
২. রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্টিং ৩
৩. প্রধান অতিথি ডঃ রাণা মিত্রের ভাষণ ৫
৪. 'সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন'-এর নির্বাচিত অংশ ৮
৫. রাজ্য সম্মেলন থেকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি ১৮
৬. 'গঠনতন্ত্র' বিষয়ক সংশোধনী ২৩
৭. সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল সম্পাদকবৃন্দ ২৪
৮. জেলা-কমিটির পদাধিকারীবৃন্দ ২৫
৯. কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ২৬
১০. সমিতিগত তৎপরতা ২৯
১১. স্মরণ ৩৫

সম্পাদকীয়

এগিয়ে চলার ডাক

শারদোৎসবের অব্যবহিত পরে বঙ্গজীবনে এক শ্লথতা বিরাজ করে। উৎসব মুখর দিন বা প্রাঙ্গণ থেকে পরিচিত কর্মকাণ্ডে প্রত্যাবর্তনে এক অবসাদ বিরাজ করে। সেই সময়ে সাংগঠনিক পটভূমিকায় সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ করার মঞ্চে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা সত্যিই অভিনব এবং চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু নিতান্ত বাধ্যবাধকতার কারণে ১৯তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের দিন নির্ধারিত হয়েছিল ৮-৯ নভেম্বর। স্থান—রবীন্দ্রতীর্থ, নিউটাউন, আয়োজক জেলা কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগণা।

যে সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত বিন্যাসে সার্বিকভাবে সম্মেলন পর্ব সমাপ্ত হয়েছে তা আশা জাগায়। সমিতির রাজ্য সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ, নিছক মিলনমেলা নয়। বিগত সম্মেলনের পরবর্তীতে যে বাঁক মোড়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ, সাফল্য ব্যর্থতার সমীকরণ মিলিয়ে দেখা এবং আগামীর পথে যাত্রারম্ভের পূর্বে সংযোজিত উপাদান বিশ্লেষণ, আশা-আকাঙ্খার সম্ভাব্য পরিমাপ এবং তদনুসারী নীতি গ্রহণ, পরিমার্জন এবং বাস্তবায়নের

রূপরেখা নির্মাণের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ রাজ্য সম্মেলন। সেই গভীরতা, গাম্ভীর্যের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি না করেই সম্মেলনের আহ্বান ও অনুষ্ঠান।

Inclusion-Exclusion-এর ভয়াবহ ব্যবস্থাপনায় সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত। আর সেই দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলছে পরিচিতি সত্বার খণ্ডিত চেতনা, স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হচ্ছে কর্মচারীর অধিকার রক্ষার, দাবি আদায়ের লড়াই-সংগ্রাম। ঘরের ভেতর ঘর উঠলে স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা হবেই, সেই সমস্যাকে ব্যবহার করা হবেই পরিচিতি সত্ত্বায় ভেঙে দেবার কাজে। গণতান্ত্রিক পরিসর বৃহত্তর বৃত্ত থেকে বিন্দুতে রূপান্তরিত হলে দৃষ্টিভঙ্গিও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে, ফলতঃ প্রকৃত শত্রু কে, আঘাত কোথা থেকে আসছে, আর লড়াইটা বা কার সাথে তা বোঝা যায় না। সম্মেলনের মহতী মঞ্চ পরিস্থিগিত উপাদানের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সেই সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে। চিহ্নিতকরণ প্রাথমিক কাজ, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব ক্যাডার স্বার্থে গ্রহণ করে সংগঠন। সেই বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধে উঠতে হয়। ঐতিহাসিকভাবে সেই পরীক্ষাতেও সমিতি সসম্মানে উত্তীর্ণ, কিন্তু পরিস্থিতিনিরপেক্ষভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হয় না। ক্যাডার স্বার্থ এবং ট্রেড উভয়ই পরিস্থিতির উপাদানের সাথে যুক্ত। তাই সঠিকভাবে শুধু পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে তাত্ত্বিকতার অনুশীলন নয় পরিস্থিতির পরিবর্তনে নিজেদের ভূমিকা আত্মস্থ করা এবং বিশ্বাস করা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়—ইতিহাসের পরিবর্তন হয়। তার জন্য সার্বিক ঐক্যকে সুসংহত করা প্রয়োজন—পরিচিতিসত্বার বিভেদকামিতাকে পর্যদস্ত করে বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজন। সম্মেলনের মঞ্চ দৃপ্তকণ্ঠে সেই ডাক দিয়েছে, ক্যাডার এবং ট্রেড-এর টিকে থাকার লড়াই-এর জন্য পরিস্থিতির পরিবর্তনের পক্ষে সর্বসম্মতি ঘোষণা করেছে। আগামীর লড়াইকে—এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ও দায়বদ্ধতা দৃঢ়চিত্তে, দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছে, গ্রহণ করেছে।

সফল সম্মেলন কক্ষের মধ্যে উপস্থিত প্রতিনিধি বৃন্দের সমবেত কণ্ঠের ঘোষণা তাই স্বপ্ন দেখায়—এগিয়ে যাওয়ার—আঘাত প্রতিহত করে এগিয়ে চলার—শেষ উচ্চারণ তাই অনুরণিত হবে—"ফুটবে ঠিক—মনমাফিক মনপলাশ"—এগিয়ে চলার সেই ডাক পাঠিয়েছে সমিতির ঊনিশতম রাজ্য-সম্মেলন।

ঐক্য ও সংগ্রামের শপথে দৃপ্ত ১৯তম রাজ্য-সম্মেলন

সমিতির অষ্টাদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৭-৮ই মে, ২০২২ তারিখে। অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনোত্তর পর্বে সমগ্র ক্যাডারসমাজ আবর্তিত হয়েছিল বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের রূপরেখাসম্বলিত সরকারী নির্দেশনামা প্রকাশিত হওয়ার পর আলোড়ন তৈরি হয় ক্যাডার ঐক্য রক্ষা ও সার্ভিস গঠনোত্তর পরিস্থিতিতে আর.ও., এস.আর.ও -২ এবং WBLRS ক্যাডারদের স্বার্থ যুগপৎ সুরক্ষিত রাখা তথা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলিকে সম্প্রসারণ করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে যথার্থভাবে মূল্যায়িত করে দাবী-দাওয়া পুনর্বিন্যস্ত করার তাগিদ অনুভূত হয় যাকে সামনে রেখে গত ৩রা জুন, ২০২৩ তারিখে সমিতির ইতিহাসে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় Extra-Ordinary General Meeting যেখানে সমিতির দাবী-দাওয়াসমূহ পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় ক্যাডারদের সব অংশের অনুগামীদের ব্যাপক যোগদানের মধ্যে দিয়ে। ক্যাডার ঐক্য ও সংহতিকে অটুট রেখে আগামীদিনের চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয় উচ্চারিত হয় সেই সভা থেকে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে বিদ্যমান প্রতিকূলতার বিবিধ উপাদানকে মাথায় রেখে তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার সংকল্পও নতুন করে উচ্চারিত হয়। এই পটভূমিকাতেই ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয় ইউনিট এবং জেলা-সম্মেনগুলি সফলভাবে অনুষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে।

কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনার কর্মী-নেতৃত্বদের সমন্বয়ে গঠিত 'অভ্যর্থনা-কমিটি' কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং গত ৮-৯ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কলকাতার নিউ টাউনস্থিত 'রবীন্দ্রতীর্থ-এ অনুষ্ঠিতব্য সমিতির ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলনের আয়োজন সুচারুভাবে সম্পন্ন করার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন।

গত ৮ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে 'প্রকাশ্য-সমাবেশ'-এর মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় ১৯তম রাজ্য-সম্মেলন। প্রায় ৪০০ জন্য অনুগামী হাজির ছিলেন এই প্রকাশ্য সমাবেশে। 'রবীন্দ্র-তীর্থ' প্রাঙ্গন তোরণ, পোস্টার, ব্যানার-এ সুসজ্জিত করা হয়। জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের আবসস্থল হিসেবে 'রবীন্দ্র-তীর্থ'-র অতিথিশালাগুলিকে ব্যবহার করা হয়।

বেলা ১১টায় 'শহীদ-স্মরণ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় প্রকাশ্য সমাবেশের। এরপর **'অলক গুপ্ত-বিশ্বজিৎ মাইতি মঞ্চ'**-এ (রবীন্দ্রতীর্থ অডিটোরিয়াম) শ্লোগান দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে প্রবেশ করেন উপস্থিত অনুগামীরা। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলন পরিচালনা করার জন্য সমিতির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ, সহ-সভাপতিত্রয় সোমা গাঙ্গুলী,সুশান্ত কুণ্ডু ও দেবব্রত ঘোষকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। উদ্বোধনী সমাবেশে সংগীত পরিবেশন করেন 'মূর্চ্ছনা'-র শিল্পীবৃন্দ। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে 'শোক-প্রস্তাব' এবং প্রয়াত কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বয় অলক গুপ্ত ও বিশ্বজিৎ মাইতি স্মরণে তিনটি প্রস্তাব পাঠ করা পর প্রয়াতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সম্মেলনের মাননীয় উদ্বোধক বিশিষ্ট শিল্পী **পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা তুলেধরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাজ্যের ভূমি-সংস্কার কর্মসূচীতে বিগত যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের ইতিহাসে আধিকারিক ও কর্মচারী সমিতিসমূহের ইতিবাচক ভূমিকার প্রতি দিকনির্দেশ করে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

সম্মেলনের মাননীয় প্রধান অতিথি **ডঃ রানা মিত্র**, সম্পাদক সারা ভারত 'নাবার্ড' কর্মচারী সমিতি, তাঁর সুগ্রথিত বক্তব্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির পটে 'সম্মেলন'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে চিন্তা ও কর্মে কোন্ অভিমুখে সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালিত করতে হবে তার প্রতি আলোকপাত করার মধ্যে দিয়ে সবাইকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে তোলেন। তাঁর সুচিন্তিত ভাষণের অনুলিখিত রূপ এই সংখ্যায় মুদ্রিত করা হল।

এরপর 'স্বাগত ভাষণ' দেন ঊনবিংশতিকম রাজ্য-সম্মেলনের 'অভ্যর্থনা-কমিটি'র সভাপতি সমিতির বর্ষীয়ান নেতৃত্ব **দীপককুমার সেনগুপ্ত**। তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য-সমাবেশের সমাপ্তি এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিরতি ঘোষিত হয়। এরপর বেলা ২টো থেকে শুরু হয় 'প্রতিনিধি-অধিবেশন।'

'প্রতিনিধি অধিবেশন'-এর শুরুতেই 'সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন' উপস্থাপিত করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক **শান্তনু গাঙ্গুলী**। বিগত দুবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত্ত পত্র পেশ করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ **আব্দুল্লা জামাল**। এরপর উত্থাপিত হয় 'গঠনতন্ত্র সংশোধনী' , সমিতিগত দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। 'পরিস্থিতি ও সংগঠন' এবং 'দাবীদাওয়া আন্দোলন ও বৃত্তিগত প্রসঙ্গ, শীর্ষক দুটি ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ একে একে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। এইভাবে রাত৭-৩০টায় এদিনের প্রতিনিধি অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণার আগে বিভিন্ন জেলার মোট ২০ জন প্রতিনধি তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

আগের দিনের মুলতুবি প্রতিনিধি অধিবেশনের পুনরারম্ভ হয় ৯ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায়। গুচ্ছাকারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ। এদিনের প্রতিনিধি অধিবেশনে জেলার মোট ২০ জন প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। দুদিনের প্রতিনিধি অধিবেশনে জেলার প্রতিনিধিত্ব করে মোট ৪০ জন বক্তা পরিস্থিতি, ক্যাডারগত দাবি-দাওয়া, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবাবলীর উপর তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করে সম্মেলনকে সমৃদ্ধ করেন।

অন্ত্যপর্বে 'সংগঠনের নীতি ও আদর্শ এবং আগামীদিনের কার্যক্রম' বিষয়ক প্রস্তাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম, সদস্য **চঞ্চল সমাজদার,** ক্রেডেন্সিয়াল কমিটির রিপোর্টের সারৎসার উপস্থাপিত করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য **ঋদ্ধি চক্রবর্তী**। জেলা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ করেন সমিতির দপ্তর সম্পাদক **অনিমেষ ঘোষ।** অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অন্যতম কার্যকরী সম্পাদক **অপ্রতিম চন্দ।**

প্রতিনধিদের দুদিনব্যাপী সামগ্রিক আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক **কৃশানু দেব**। বিপুল করতালি ধ্বনির মধ্যে দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী প্রিয় সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যকে সহর্ষ সমর্থন জানান। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, 'গঠনতন্ত্র' সংশোধনী সহ উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিনিধি-অধিবেশন থেকে গৃহীত হয়, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে 'সম্মেলন-মঞ্চ।'

আগামী কার্যকালের জন্য বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল সাংগঠনিক সম্পাদকবৃন্দের প্যানেল প্রতিনিধি অধিবেশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষের ধন্যবাদজ্ঞাপক ভাষণের মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষিত হয়। ঘড়ির কাঁটা তখন চারটে ছুঁই ছুঁই।

মনোজ্ঞ পরিবেশে সুচারু ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজিত ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলন ঐক্য ও সংগ্রামের বার্তায় যে উজ্জীবনের পরশ ছড়িয়ে দিল, এবার সংগঠনের সর্বস্তরে তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পালা। দুদিনের এই 'সম্মেলন' উপলক্ষে 'রবীন্দ্র-তীর্থ' প্রাঙ্গণ বস্তুতঃ সদস্যদের এক 'মিলন-মেলা'র রূপ পরিগ্রহ করে। তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আগামী দিনে সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে বার্তা পাঠাল তাকে উপজীব্য করেই সমিতির কার্যক্রমকে সঞ্জীবিত করতে হবে, সঠিক দিশায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই প্রচেষ্টাকে—

'চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি...'

১৯তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন
প্রধান অতিথি ডঃ রানা মিত্রের ভাষণ

একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আপনাদের এই সম্মেলন। সম্মেলন আমাদের কাছে, আমরা যারা Trade union করি, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদে যারা বিশ্বাস করি এই ধরনের জীবন্ত সম্মেলন সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে কী ধরণের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক গণতন্ত্রের চর্চা আমরা এই সম্মেলনের অনুবর্তিতায় করে থাকি। আপনাদের সম্মেলনে আজকে ও আগামীকাল সেই নিরিখেই আপনারাও আলোচনা করবেন।

আমি যে Trade-এর সাথে আছি অর্থাৎ NABARD, যা কৃষিক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক, আপনাদের কাজের সাথে আমাদের কাজের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ১৯৮২ সালে NABARD তৈরি হয় ১২ই জুলাই, সংসদে আইন পাশের মধ্য দিয়ে, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক গ্রামীণ ঋণ পরিকাঠামোর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। একটা বড় কমিটি তৈরি হয়— Committee to Renew Institutional Amendments for Agricultural Rural Bank। NABARD তৈরি হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিসংস্কার দপ্তরের সাথে কাজ করার সুযোগ আমরা পেলাম। Agriculture এর জন্য State focus paper তৈরী হয় NADARD-এর পক্ষ থেকে অর্থাৎ একটি State এ কত Agricultural credit হতে পারে, সর্বভারতীয় ও ২৮-টি রাজ্য ভিত্তিক Report তৈরি হয়। Report এ আপনাদের Inputs গুলো Incorporated হয়। এই Department সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে এসে পরাণদা যেটা বলে গেলেন, তাতে আমরা শিহরিত হই। ভারতবর্ষতো বটেই সারা পৃথিবীর কাছে একটা দৃষ্টান্ত হল পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার কর্মসূচি যার পুরোভাগে ছিলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার। প্রথমে ১৯৬৭-১৯৬৯ এবং পরবর্তীতে ১৯৭৭ উত্তর পটভূমিতে যুক্তফ্রন্ট বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে কাজ হয়েছে তাতে আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না, যতই সরকারের good intention থাকুক না কেন। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা থাকবেই কারণ সরকার যে দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে তুলেদিয়েছিলতা সুষ্ঠুভাবে implement আপনারাই করেছেন, এখনও করছেন। তবে এখন কতটা সার্থকতা পাবেন সেই প্রশ্নটি থাকছে কেননা সারা দেশে reverse land reforms শুরু হয়েছে! অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে যতটা বুঝি তাতে ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসী জমানায় প্রণীত হলেও তা কার্যকরী ভাবে লাগু হয় ১৯৭৭ সালের পর থেকে। পরবর্তীতে এই আইনে বেশ কিছু সংশোধনী এসেছে। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হল আইনের প্রয়োগে সরকারের সদিচ্ছা।

Economics ও Biology এই দুটো বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের Origin of Species by meansof natural selection পৃথিবীর মানুষের বিজ্ঞান চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাতে Darwin একটা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—Theory of Punctuated Equilibrium, এটা আপনাদের ক্ষেত্রে যথাযথ। এমন সময় আসে ইতিহাসে যা স্থিতাবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং তার মধ্যে দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে চলে। একটা ধারা চলছিল, কৃষিস্বাধীন ভারতবর্ষকে ভেঙে চুরমার করেছিল—১৯৭৩-এর Parmanent Settlement থেকে শুরু করে, সেটা ভাঙল ১৯৫৫-১৯৭৬-১৯৭৭-এ। পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত সত্ত্বার রাজনীতি, Identity Politics এর সবচেয়ে বড় antidote যদি কেউ দিয়ে থাকে তবে তা দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার। এই যে ব্যাপক land Distribution/ redistribution হয় তার মূল beneficiary কারা? মূলত SC, ST, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই যে সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে এত কথা বলা হয়, কিছু ত্রুটি দুর্বলতা নিশ্চয় ছিল কিন্তু এই কথাটা বলা হয় না যে পশ্চিমবঙ্গে ৫৩% land distribution হয়েছিল যা সারাদেশের মধ্যে সবথেকে বেশি।

এটা কী কম কথা! মূলত বাম আন্দোলনের ফসল। সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ বাদে কেরালা এবং খানিকটা ভিন্ন প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরে ভূমি-সংস্কারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ এলেই সামনে চলে আসে—হরি সিং এর নাম, Instrumentof Accession, Article 370 এই সব কিছু নিয়ে সত্যের বিনির্মাণ অনেক কিছু গুলিয়ে দেয়। কায়েমী স্বার্থের চতুরতা ভূমিসংস্কার মানতে চায়নি। বলরাজ পুরির মতো মানুষদের কলমে 'Kashmir: Insurgency & offer-গ্রন্থে উঠে এসেছে সেই ছবি।

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচিতি যদি কেউ দিয়ে থাকে তবে সেটা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার। খাদ্যশস্য সহ অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের নিরিখে আমাদের রাজ্য দেশের অন্য রাজ্যগুলোর তুলনায় যে উচ্চতায় রয়েছে, ভূমিসংস্কার ছাড়া তা সম্ভব ছিল না, অথচ আজকে মূলধারায় চলে আসছে reverseland reforms।

আপনারা দেখেছেন যে Private property Acquisition নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের অবস্থান। মহামান্য বিচারপতিদের বিশ্লেষণ Directive Principleof State Policy বিশেষতঃ Article 39B এবং 39C নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সংবিধানের socialist charecter-কেই অস্তিত্বের সঙ্কটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারকরাও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অবস্থানের কারণে নিজ শ্রেণীস্বার্থ, পরিচিতিসত্ত্বার ওপরে উঠতে পারছেন না। নিরপেক্ষ বলে কিছু হয় না। অধিকার রক্ষায় রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, অর্জিত অধিকাররক্ষা করতে হবে, অনর্জিত অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। ট্রাম্প জিতেছেন, কেউ কেউ মজা করে বলছেন 'কমলা তুই হারিস!' আমেরিকাতে Democratic party-র অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে প্রবল অসন্তোষ। মূখ্যত বেকারী, মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় Democrate-রা আমেরিকাবাসীকে কোনো দিশা দেখাতে পারেনি তার ওপর Palestine এর ওপর ইজরায়েলের আক্রমণে আমেরিকার মদত। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ আমেরিকাবাসী ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে কিন্তু এটাই ইতিহাসের পশ্চাদগামিতা। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বসবাসরত প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা অনেকেই অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবছেন। বিজ্ঞানের কোনো কল্যাণকর ভূমিকা আছে কিনা এই প্রশ্নের সার্ভেতে খোদ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে নেতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে যুবসম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এই পশ্চাদগামিতা আজ আমাদের দেশেও সংক্রামিত। জ্যোতিষচর্চায় আর কোয়ান্টাম ফিজিক্স গবেষণায় সরকারী অনুদানের তুলনামূলক চিত্রতেই তা স্পষ্ট। সংবিধানের Right to follow the scientific temper এর spirit আক্রান্ত।

এই মুহূর্তে দেশের Demographic dividend একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান করছে, Frontline পত্রিকার একটা রিপোর্ট বলছে ২০৩৪ সাল নাগাদ দেশের ৫৯% মানুষ কর্মক্ষম হবে। অথচ এই সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে। সরকারি নথি বলছে দেশে অশিক্ষিত বেকার অপেক্ষা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান যার মধ্যে মহিলাদের হার, পুরুষদের তুলনায় বেশি। আবার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি।

AI প্রযুক্তি চলে এসেছে। একটা অভিযোগ করা হয় যে আমরা নাকি কম্পিউটার এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলাম! আমরা আন্দোলন করেছিলাম সেই পুঁজিবাদি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট পরিসরে। সেটা যদি না করা হতো যদি রক্ষাকবচ না থাকতো তবে আজকে ব্যাপক ছাঁটাই অবধারিত ছিল। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মার্কিনমুলুকে হলিউড ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা, কলাকুশীলদের কর্মবিরতি যার মূল লক্ষ্য ছিল AI এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। প্রযোজকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। AI র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যেমন চীন ৫০%, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ৩৩%, ব্রিটেনে ৩৫% সেখানে আমাদের দেশে ৫৯% ক্ষেত্রে AI এর ব্যবহার উন্মুক্ত রাখবে। এই অবস্থায় আমাদের দেশের Gen-Z কোথায় যাবে? ভেবে দেখেছি কি?

এটা নভেম্বর মাস। গতকাল ছিল ৭ই নভেম্বর। এই সময়ে দাঁড়িয়ে মহান এই দিনকে স্মরণ করতে গিয়ে বলতে হয় যে ফিনান্স ক্যাপিটালের সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সামনের দিকে থাকতে হবে ট্রেড ইউনিয়নকে, কৃষকদেরকে। কৃষকশ্রমিক সার্বিক ঐক্য বিকল্পের সন্ধান দেবে। গত অক্টোবরে মুম্বাই গিয়েছিলাম কৃষক মজদুরদের একটা সমাবেশে, সেখানে 'alternate manifesto for the farmers' নিয়ে আলোচন হচ্ছিল আগামী দিনে আমাদের এখানেও তার সম্ভাবনা আছে। সেখানে আলোচনাসূত্রে agriculture loan এর ক্ষেত্রে যে তথ্যটা চমকপ্রদ লাগলো সেটা হলো গোটা মহারাষ্ট্রে মোট কৃষি ঋণের ১৬% নেন মুম্বাইবাসী! Priority sector lending এর ক্ষেত্রেও ৪৬% মুম্বাইতে যায়! কারা পায়? আদানি, আম্বানিরা। এই ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাস্তাই একমাত্র জায়গা—হতাশার কোনো জায়গা নেই।

Discovery of India তে নেহেরু, concept of freedom প্রসঙ্গে বলছেন, "There is question in the Upanishads to which a very curious and yet significant answer is given.'The question is: "What is this universe? From what does it arise? Into what does it go?" And the answer is: "In freedom it rises, in freedom it rests,andinto freedom it melts away.", 'What exactly this means I unable to understand,except that the authors of the Upanishads were passionately attached to the idea of freedom...' —এই বক্তব্যকে প্রণিধান করলে আমরা দেখি 'মুক্তচিন্তা'র দিগন্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হয়েছে উপনিষদে।

আগামী দুদিন আপনাদের সম্মেলন এই মুক্তচিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করবে এই প্রত্যাশা রেখে আপনাদের সম্মেলন সফল হোক—এই প্রার্থনা করে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিবাদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[অনুলিখন: ঋদ্ধি চক্রবর্তী]

রাজ্য-সম্মেলনে গৃহীত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন থেকে

সমস্যা, দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন

বিগত ৭-৮ই মে, ২০২২ অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের পর থেকে দু বছর পার হয়ে গেছে। লোকসভা নির্বাচনজনিত কারণে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন পর্ব সমাধা করা যায় নি। পরিস্থিতির সামগ্রিক ব্যাপকতা এই স্বল্প পরিসরে সবটা হয়তো তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ হিসাবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সংগঠনের প্রতি সদস্যবন্ধুদের ভালোবাসা, নীতির প্রতি আস্থা ও নেতৃত্বর প্রতি বিশ্বাস অটুট আছে, যেটা সমিতির USP, যার উপর ভর করেই আমরা সদস্যবন্ধুদের উপর যে আক্রমণ নেমে এসেছে, তা মোকাবিলায় সাধ্যমতো প্রচেষ্টা জারী রেখেছি। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী দু'বছর ঘটনাবহুল। এই সময়কালের পথচলা সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

● **বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গঃ-** বিগত দুবছর WBLR Service নিয়ে সমগ্র Cadre উৎকণ্ঠা-আশা-আশাঙ্খায় উদ্বেল ছিল। এই পুরো সয়মকালে সমিতি বরফশীতল মগজ ও নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করে গেছে।

● বিগত ১১/০২/২০২১, (বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে) বিভাগীয় Notification No. 406 1E-02 2020-Apptt থেকে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পারি যে WBLR Service "……shall be created from amongst the eligible officers of Special Revenue Officer, Grade-II and Special Revinue Officer, Grade-I…." এবং Notification-এ ২০% direct recruitment, ক্যাডার সংখ্যা, মডালিটিস অফ রিক্রুটমেন্ট ও প্রমোশন, পোস্ট ইত্যাদি বিষয়ও ছিল। Notification প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডারদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার ঘটে। এমনকি Revenue Officer দের সম্পর্কে Notification-এ কিছু বলা না থাকলেও তাঁরাও অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে পড়েন হয়তো ভবিষ্যতে সার্ভিসে যুক্ত হওয়ার আশা থেকেই। একদিকে যেমন অপর দুটি সংগঠনের নেতৃত্বর মধ্যে কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয় যায় অন্যদিকে শুরু হয় আমাদের বিরুদ্ধে বহুচর্চিত কুৎসা। সাংগঠনিকভাবে আমাদের মধ্যেও আশার সঞ্চার ঘটে দীর্ঘদিনের দাবী আদায়ের সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে। একইসাথে ক্যাডারের প্রতি দায়বদ্ধ সংগঠনের নেতৃত্ব হিসাবে আমাদের মধ্যে কিছু আশঙ্কাও তৈরি হয়। এই Notification এর pros & cons নিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে আলোচনা করি ও তার নির্যাস আমাদের সদস্যবন্ধু সহ সমগ্র ক্যাডারের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের Youtube channel (১৭/০২/২১) এর মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের বক্তব্য পেশ করি। পরবর্তীতে বিগত ১৫/০৭/২০২১ তারিখে একটি 'খোলা চিঠি' সমগ্র ক্যাডার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি 'সার্ভিস' প্রসঙ্গে। বিভাগীয় সার্ভিস প্রসঙ্গে আমাদের আশা-আশঙ্কার কথা আমরা কোনোরকম ধোঁয়াশা তৈরী না করে কেবলমাত্র ক্যাডারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই করেছি। বিগত অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চেও যা পর্যালোচিত হয়েছিল, প্রাক্কথন হিসাবে এখানে পুনরুল্লেখ করা হলো।

● বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীতে যখন সার্ভিস গঠনের চূড়ান্ত নির্দেশনামা প্রকাশিত হতে অতি বিলম্ব

ঘটছিল তখন তা নিয়ে জলঘোলা করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং যথারীতি একশ্রেণীর ক্যাডারের মানুষও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য ছুঁড়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ক্যাডারের মানুষকে উত্যক্ত করতে থাকে। এটাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন এর কাছে LR Deptt. এর পক্ষ থেকে SRO-II এবং SRO-I দের, সম্মিলিতভাবে ১০৪৪ জনকে নিয়ে service গঠন-এর প্রস্তাব করা হয়েছিল। কোথায় ১০৪৪ আর কোথায় ৭৩৪! দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপর সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ক্রমাগত ক্যাডারের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে ১০৪৪ জনকে নিয়ে যদি সার্ভিস গঠন নাও হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই (!) এমনকি ৬০০/৬৫০ জনকে নিয়ে সার্ভিস হলেও তা মন্দ নয়। আপাতত যা পাচ্ছি তাই সই, পরে দেখা যাবে! আমরা লাগাতার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে যাচ্ছিলাম। কোনও লুকোচুরি নয়, প্রকাশ্যে ও লিখিতভাবে আমরা বারংবার আমাদের বক্তব্য ক্যাডারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ২০২২ সালের মাঝামাঝি (২৪/০৬/২০২২) আমরা ক্যাডারের অপর সমিতিদুটির কাছে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে যৌথ আলোচনা ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য আহ্বান জানাই। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে, ১২/০৯/২০২২ তারিখে ক্যাডারের আপামর মানুষের দাবিতে অপর দুই সমিতির নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আমাদের সুস্পষ্ট মত ছিল যে একজনও SRO-II যেন Service এর বাইরে না থাকেন। ক্যাডারের প্রত্যাশাকে সম্মান জানিয়ে সেই আলোচনায় আমরা তিনটি সমিতির নেতৃত্ব সিদ্ধান্তে আসি যে সেই সময়ের নিরিখে যে সংখ্যক SRO-I এবং SRO-II অর্থাৎ ৯৭০ জন কর্মরত তাঁদের মধ্য থেকে যে সংখ্যক পদ WBCS(Exe.) এর Feeder Quota হিসাবে SRO-II দের জন্য নির্ধারিত আছে অর্থাৎ ১০২ (২০২১ সাল পর্যন্ত ঘোষিত বরাদ্দের ক্রমান্বয়ী সংখ্যা) সংখ্যক পদকে বিযুক্ত রেখে অর্থাৎ (৯৭০-১০২)= ৮৬৮ সংখ্যক পদ নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের দাবি জানানো হবে এবং ১০২ সংখ্যক WBCS(Exe.) এর Feeder Quota পদে one time option নিয়ে পদোন্নতির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে । সেই ভিত্তিতে ১৫/০৯/২০২২ তারিখে তিনটি সমিতির নেতৃত্ব বিভাগীয় Senior Special Secretary এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ২০/০৯/২০২২ তারিখে যৌথ স্মারকলিপি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। পরিস্থিতির অচলাবস্থা কাটাতে আমরা ২০/১০/২০২২ তারিখে সমিতিগতভাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সময়ে WBCS(Exe.) এর Feeder Quota তেও পদোন্নতির কোনো কার্যকরী উদ্যোগ বিভাগীয় তরফে দেখা যাচ্ছিল না। পরবর্তীতে ০১/১২/২০২২ তারিখে তিনটি সমিতির পক্ষ থেকে পুনরায় এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যৌথভাবে জানতে চাওয়া হয়। সেই নিরিখে ১৪/১২/২০২২ তারিখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমিতিগতভাবে দেখা করা হয়। সেই আলোচনায় সমিতির পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়—যে দাবিপ্রস্তাব ইতিপূর্বে যৌথ স্মারকলিপির মাধ্যমে উত্থাপন করা হয়েছে তার থেকে ভালো কোনো প্রস্তাব আমাদের সমিতির কাছে নেই। ২৭/১২/২০২২ তারিখে WBLRS এর modalities সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য সমিতির তরফে পুনরায় Senior Special Secretary এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় ।

● গত ২৯/০৩/২০২৩ তারিখে Gazette Notification No. 1200-Estt./ 1E-02 / 2020-Apptt এর মধ্য দিয়ে WBLR Service কার্যকরী হয়। সমিতির তথা সমগ্র ভূমিসংস্কার বিভাগের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। আমাদের স্তরের আধিকারিকদের অর্থাৎ RO, SRO-II এবং SRO-I এই তিন স্তরীয় বিন্যাসে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে RO, SRO-II এবং WBLRS-এর যে বিন্যাস বিরাজমান যেখানে সমগ্র SRO-

I এবং SRO-II স্তরের একাংশকে WBLRS এর ভুক্ত করে ৭৩৪টি পদবিশিষ্ট WBLR Service গঠিত হয় এবং SRO-II পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৩৪৭।

● পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা যে আশংকা করেছিলাম সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'খণ্ডিত' এবং 'অসম্পূর্ণ' সার্ভিস গঠিত হয়েছে। দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নিয়মের বেড়াজালে সার্ভিসের ৭৩৪টি পদও পূর্ণ করা যায় নি। এটাও ঘটনা যে, যাঁরা সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হলেন তাদের মধ্যে বড় একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন ন্যায্য MCAS এর সুবিধা না পাওয়ার মধ্য দিয়ে, একটা অংশের লাভ-ক্ষতি কিছুই হলো না সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় Revenue Officer দের ভবিষ্যৎ এবং SRO-II পদের sanctioned strength দাঁড়ালো যা ৩৪৭।

● সমিতির সামনে যে নতুন চ্যালেঞ্জ এলো তার মোকাবিলা করার জন্য সমিতিকে প্রস্তুত হতে হয়েছে। ইতিপূর্বে সমিতি পে কমিশন সহ বিভাগীয় স্তরে বরাবর দাবি করে এসেছে যে আমাদের বিভাগীয় স্তরে যে তিনটি ক্যাডার বিদ্যমান অর্থাৎ RO, SRO-II এবং SRO-I দের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষতঃ বেস ক্যাডার যারা সংখ্যাগত দিক থেকে বিভাগীয় আধিকারিকদের মধ্যে largest stake holder তাঁদের বেতনক্রম বৃদ্ধির অর্থাৎ WBCS(Exe.) নিয়োগ পরীক্ষার C-Group এর পদগুলির জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ বেতনক্রম অর্জন এবং এর মধ্য দিয়ে সামগ্রিক ক্যাডারের চাহিদা পূরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সমিতির দাবি ছিল সমগ্র SRO-I এবং SRO-II ক্যাডার নিয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন এবং WBSLRS Gr-I রা হবে Service এর sole feeder। অর্থাৎ, একটা দ্বিস্তরীয় সুষম বিন্যাস যেখানে পদোন্নতির প্রক্রিয়া হবে মসৃণ এবং দ্রুততর। কিন্তু WBLRS রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যে fragmented service গঠিত হলো তা' পুরোনো সমস্যা তো মেটালোই না বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল, (১) WBSLRS-Gr-I যারা আমাদের cadre গুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের promotional avenue সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল (১৫৮৫ঃ ৩৪৭ বা, ৫ঃ১), (২) SRO-II cadre এর Sanctioned strength কমে ৩৪৭ হওয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন RO থেকে promotion এর রাস্তা সঙ্কুচিত হল অন্যদিকে WBCS(Exe.) এর existing promotee feeder quota (৫৩%) বজায় রাখা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, (৩) WBLRS এর যে পদবিন্যাস সামনে এল তাতে Functional pay scale i.e. pre-revised erstwhile Scale No. ১৯ নেই অর্থাৎ WBLRS কোনো State Constituted Service নয়, (৪) WBLRS এ যে আধিকারিকরা absorbed হলেন তাঁদের বেশীরভাগ MCAS (১৬/১৫ বছর এবং ২৫/২৪ বছর) এর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেন, (৫) Service Rule এর eligibility criteria অনুযায়ী ৭৩৪ টি Service post এ absorbed হওয়ার মতো পর্যাপ্ত সংখ্যক আধিকারিক পাওয়া গেল না, ফলতঃ Joint Director এবং Deputy Director post এ vacancy রয়ে গেল অর্থাৎ কার্যকরীভাবে ৭৩৪ জনও WBLRS এ সরাসরি absorbed হতে পারলেন না, (৬) WBLRS এ Direct recruitment শুরু হলে Revenue Officer দের promotional avenue আরও narrow হয়ে যাবে, যার ফলে capillary effect হিসাবে Revenue Inspector সহ তার নীচের পদগুলির পদোন্নতির সম্ভাবনা ভীষণভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

● আপনারা জানেন যে বর্তমানে WBCS (Exe)-এর পদে promotee feeder হিসাবে SRO-II cadre-এর ৫৩% কোটা এবং Jt. BDO cadre-এর ৪৫% কোটা বরাদ্দ আছে । WBLRS এর Notification প্রকাশিত

হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে Jt BDO cadre এর পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় যে WBCS (Exe)-এর পদে promote feeder হিসাবে SRO-II cadre এর জন্য নির্ধারিত ৫৩% quota কমাতে হবে, এমনকি সেই quota সম্পূর্ণ বিলোপ করে Jt. BDO cadre কে দেওয়ার দাবিও ওঠে। অন্যদিকে এটাও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে WBLRS এ direct recruitment শুরু হলে SRO-II থেকে WBCS (Exe)-এ প্রমোশন পাওয়ার কোটা ৫৩% থেকে কমিয়ে ৩০% করা হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন RO দের প্রমোশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কী মারাত্মক Stagnation হবে! WBSLRS Gr-I হিসাবে যিনি সদ্য চাকরিতে যোগ দিয়েছেন তাঁর WBLR Service এ যোগদান-এর রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম আপনাদের কাছে, নতুন এই বাস্তবতায়—What is to be done?

● এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটির ২১/০৫/২০২৩ তারিখের ভার্চুয়াল সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে যেহেতু সেই সময় সমিতির রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করা বাস্তবিক অসম্ভব তাই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা করা হবে। সমিতির ইতিহাসে প্রথমবার ডাকা হল বিশেষ সাধারণ সভা, তাং-০৩/০৬/২০২৩। সেই সভায় আপনাদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, ১. সংগঠন বিষয়ক প্রস্তাব ও ২. দাবী প্রস্তাব।

● সংগঠন বিষয়ক প্রস্তাব এই মর্মে গৃহীত হয় যে সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে RO, SRO-II এবং SRO-I এই ৩ (তিন)টি ক্যাডারদের সমন্বয়ে আমাদের সমিতি গঠিত [Article 4(2)] হলেও পরবর্তী 'রাজ্য-সম্মেলন' অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত WBLRS এ ভুক্ত কেন্দ্রীয় এবং জেলা-কমিটির সমস্ত পদাধিকারীরাই অন্তর্বর্তীকালেও একইভাবে নিজ নিজ সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কাজ প্রতিপালন করবেন।

● **ক্যাডারগত দাবী প্রসঙ্গেঃ-**

বিভাগীয় সার্ভিস, গঠনোত্তর এই পরিস্থিতিতে সমিতির পক্ষ থেকে ক্যাডারগত দাবী-দাওয়াকে চলতি বাস্তবতার নিরিখে যে-ভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা' নিম্নরূপঃ-

(ক) সমগ্র WBSLRS Gr-1 ক্যাডারকে SRO-II cadre এর সাথে absorption এর মাধ্যমে একত্রীকরণ (merger) করতে হবে এবং SRO-II nomenclature দিতে হবে এবং এই merger এর পর SRO-II cadre কে PSC এর মাধ্যমে WBCS Group C তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে, (১) WBSLRS- Gr-I দের বেতনক্রম হবে pre-revised Scale N0, 15 যা এইমুহূর্তে WBCS(Exe) এর Group C তে সর্বোচ্চ বেতনক্রম এবং (২) সংখ্যাধিক্যের নিরিখে WBCS (Exe) এর promote feeder হিসাবে SRO-II ক্যাডারের ৫৩% quota বজায় রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ RO existing sanctioned strength (১৫৮৫) + SRO-II existing sanctioned strength (৩৪৭) যুক্ত হয়ে combined capacity তে হবে ১৯৩২ জন।

(খ) Constituted State Service চালু করতে অবিলম্বে পাঁচটি (৫) category তে অর্থাৎ i. Assistant Director/ Asst. Secretary, ii. Deputy Director/ Deputy Secretary, iii. Joint Director/ Senior Deputy Secretary, iv. Additional Director/ Joint Secretary এবং v. Additional Secretary স্তরে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ State Service চালু করতে হবে।

(গ) Assistant Director / Asst. Secretary, Deputy Director / Deputy Secretary এবং Joint

Director / Senior Deputy Secretary পদে total cadre strength করতে হবে যথাক্রমে ৬৫০, ৩২৫ এবং ১০৯ (৬ ঃ ৩ ঃ ১ অনুপাতে) মোট ১০৮৪ জন।

(ঘ) Additional Director, Joint Secretary পদে ১০৯ এর ২০% অর্থাৎ ২২ জন (আসন্ন পূর্ণ সংখ্যা)

(ঙ) Additional Secretary পদে ২২ এর ৫০% অর্থাৎ ১১ জন।

(চ) সর্বমোট (১০৮৪ + ২২ + ১১) = ১১১৭ cadre strength যুক্ত State Constituted Service যার (১১১৭-৭৩৪) = 383 টি পদ আসবে ১৯৩২ টি SRO-II পদ থেকে converted হয়ে অর্থাৎ SRO-II পদের সংখ্যা হবে (১৯৩২-৩৮৩) = ১৫৪৯।

(ছ) এর ফলে SRO-II এবং WBLRS এর মধ্যে একটি দ্বি-স্তরীয় structure রক্ষিত হবে যার অনুপাত ১৫৪৯ ঃ ১১১৭, যা যথেষ্ট ভারসাম্যযুক্ত ।

(জ) WBCS (Exe) এর feeder এর eligibility criteria যেমন RO & SRO-II combined capacity তে ৬ বছর তেমনই WBLRS এর ক্ষেত্রে তা ৮ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করতে হবে।

(ঝ) কোনোভাবেই WBCS (Exe) এ feeder হিসাবে SRO-IIদের ৫৩% কোটা কমানো চলবে না।

(ঞ) ISU সহ সমস্ত wing এ WBSLRS Gr-I-এর এবং SRO-II শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে।

(ট) WBLRS এর Cadre Schedule অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে।

● বিশেষ সাধারণ সভা (EGM; ০৩/০৬/২০২৩) এর পরে স্মারক নং 16/ ALLO/ 2023; তাং ১৫/০৬/২০২৩ দ্বারা আমাদের EGM থেকে গৃহীত দাবিসনদ রূপায়ণের জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যেমন তুলে ধরা হয় তেমনই স্মারক নং 18/ ALLO/ 2023; তাং ০৭/০৭/২০২৩ দ্বারা Public Service Commission, West Bengal কেও তা জানানো হয়।

● বিশেষ সাধারণ সভা বা EGM এর গৃহীত দাবিসনদের নির্যাস সমিতির সদস্য তথা ক্যাডারের মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য জেলায় জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা গুলিতে গিয়ে, সমিতির পত্রিকার মাধ্যমে, সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপনের সভা, সমিতির YouTube Channel, WhatsApp এ বিভিন্ন গ্রুপে বারংবার আমাদের সমিতিগত বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

● সাম্প্রতিক অতীতে আমরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে WBLR Service ও অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য সাক্ষাতের সময় চাই এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে (No. 3099-Estt. 1E-44 2024 dated 02 09 2024) গত ০৬/০৯/২০২৪ তারিখে সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং সুদীপ সরকার (অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক), মহঃ সঈদ হাসান (অন্যতম সহ-সম্পাদক), প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার, অন্যতম বর্ষীয়ান নেতৃত্ব আশীষ কুমার গুপ্ত সমন্বিত এক প্রতিনিধিদল মাননীয় Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal & Land Reforms Commissioner, West Bengal এর সঙ্গে দেখা করে সমিতির বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করে এমনকি লিখিত ভাবেও (স্মারক নং ২১/ALLO/২০২৪ dated ০৬/০৯/২০২৪) পেশ করা হয়। সেই ইতিবাচক আলোচনায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি সনদের Priority List এর প্রস্তাব রাখেন এবং আমরা স্মারক নং 22/ ALLO 2024; তাং-১১/০৯/২০২৪ দ্বারা তা' বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকের কাছে তুলে ধরেছি । এই পুরো বিষয়টাই ১১/০৯/২০২৪ তারিখের সন্ধ্যায়

আমাদের Youtube Channel এ সমিতির সদস্য তথা ক্যাডারের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমাদের স্তরের আধিকারিকদের অন্য দুটি সমিতি এই পরিসরে কোন্ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেটাও ক্যাডারের মানুষদের বিবেচনা করতে হবে, তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে আগামীদিনে আমরা ক্যাডারের মানুষরা নিজেদের বিবেকের কাছে অপরাধী না হয়ে যাই।

● বিগত দিনে ১১০ জন কে নিয়ে সার্ভিস গঠনের জন্য আমাদের ক্যাডারের তৎকালীন দুটি সংগঠন উঠে পড়ে লেগেছিল। এই অপরিণামদর্শী সুবিধাবাদী ঝোঁককে আমরা প্রথম দিন থেকেই চিনেছিলাম এবং ক্যাডার ঐক্যের স্বার্থে তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। ৭৩৪ জনকে নিয়ে service গঠিত হয়েও কী ভীষণ সমস্যার মুখোমুখি আমরা হচ্ছি আর সেদিন, ১১০ জনকে নিয়ে সার্ভিস গঠিত হলে কী হতো তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১১০ জনের মধ্যে তৎকালীন বরিষ্ঠ আধিকারিকরা অবশ্যই উপকৃত হতেন কিন্তু বাকী ক্যাডারের কী হতো? আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ক্যাডার ঐক্য তৈরির মধ্য দিয়ে তা প্রতিহত করেছিলাম। এজন্য সুবিধাবাদীদের থেকে প্রচুর পরিমাণ কটুবাক্য আমাদের ওপর বর্ষিত হয়েছিল যে আমরা না কি সার্ভিস বিরোধী! হ্যাঁ আমরা খণ্ডিত, কর্তিত সেই সার্ভিসের বিরোধী যা ক্যাডার ঐক্যকে বিনষ্ট করে। আমরা মাথা নত করিনি। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আমাদের সেই সময়ের নেতৃত্ব ক্যাডার ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

● সামগ্রিকভাবে বলতে হয় যে বেতনভূক আধিকারিক-কর্মচারী হিসাবে আমরা মেধাশ্রমিক। আমাদের মানসিক অবস্থান অনেকসময় আচ্ছন্ন করে আমাদের শ্রমিক পরিচিতিকে। নিজেদের পরিচিতিসত্ত্বার ক্ষেত্রকে চিনতে না পারায় ট্রেড ইউনিয়নগত দাবিআদায়, অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াই যে নিরন্তর তা আমরা বিস্মৃত হই । আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি। আমাদের লড়াইয়ের লক্ষ্য বিচ্যুতি ঘটে, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে আর অন্যদিকে শাসক, তাঁবেদার আমলা থেকে শুরু করে ধান্দাবাজরা এর সুযোগ নিতে থাকে। ট্রেড ইউনিয়নগত দাবি অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় আন্দোলনকারীদের সংহতি এবং নিয়োগকর্তার সদিচ্ছার। দুটোর মধ্যে একটারও যদি খামতি থাকে তবে লড়াইয়ের রাস্তার দুর্গমতা বেড়ে যায়, সাফল্য হয়ে পড়ে অধরা। নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে, ক্ষুদ্র পরিচিতিসত্ত্বার বাঁধনে বেঁধে ব্যক্তিগতস্তরে খানিকটা সুবিধা পাওয়া গেলেও ট্রেড ইউনিয়নগত দাবি অর্জন করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০০২ সাল নাগাদ আমাদের ক্যাডারে Revenue Officer দের নিয়ে একটা সংগঠন তৈরি হয়েছিল যাদের মূল বক্তব্য ছিল যে SRO-I এবং SRO-II রা তাঁদের মূল শত্রু এবং তাঁদের দাবি আদায়ের মূল প্রতিবন্ধক। এই দাবির পেছনে ক্যাডারের কিছু মানুষকে বছর ১০/১২ ছুটিয়ে সেই সংগঠনের নেতৃত্ব যখন পদোন্নতিপ্রাপ্ত হলেন তখন তাঁরা SRO-I এবং SRO-II দের একটা পুরোনো সংগঠনের সঙ্গে Revenue Officer দের সংগঠনটিকে মিশিয়ে নিলেন। তাহলে? উদ্দেশ্যটা কী ছিল? আজকে যদি একইরকমভাবে কোনো উদ্যোগ দেখা যায় তবে কী সেটা নতুন বোতলে পুরোনো কিছু? সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে কোনো কায়েমী স্বার্থ যেন স্থায়ী mechanism তৈরী না করতে পারে।

● ক্যাডারগত আর্থিক দাবীদাওয়ার বাইরে সামগ্রিকভাবে একজন কর্মচারী হিসাবে কেবলমাত্র Dearness Allowance(DA) অপ্রাপ্তির কারণে বর্তমানে আমাদের ক্যাডারের মানুষজন প্রতি বছর লক্ষাধিক টাকা বেতন কম পাচ্ছেন। যাঁরা সিনিয়র তাদের ক্ষতি আরও বেশী। ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নতুন বেতন কাঠামো চালু হয়েছে। অর্থাৎ ৪৮ মাসের বকেয়া কার্যত অপ্রাপ্ত রয়ে

গেল। কোনো ডি-এ ছাড়াই নতুন বেতন কমিশন লাগু হলো। এ অভিজ্ঞতা পূর্বে আমাদের কোন দিন হয়নি। বর্তমানে ১৪% হারে সরকারী কর্মচারী হিসাবে DA পাওয়া যাচ্ছে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে যে সমস্ত বক্তব্য আসছে তাতে মনে হচ্ছে বেতন যে পাচ্ছি, এটাই অনেক। যে কোনোদিন সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টকেও এখন বেতন বৃদ্ধি বলে পেটোয়া সংবাদপত্রগুলোকে দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের সঙ্গে ন্যক্কারজনকভাবে সরকারী কর্মচারীদের বেতনকে related করে দিয়ে আমাদের DA সহ অন্যান্য আর্থিক অপ্রাপ্তিগুলিকে justify করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের আর্থিক দাবীদাওয়া মেটাতে গেলে সাধারণ জনগণের উন্নয়নের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ খেলা-মেলা-উৎসবের নামে খয়রাতি চলছে। এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও অজান্তে হয়তো ভাবছি, তাই তো এত আর্থিক অনটন! কোথা থেকে দেবে?? যা পাচ্ছি এই অনেক! এর মধ্য দিয়ে দাবী সচেতনতা লোপ পাচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমরা দয়ার দান চাইছি না। যা আমাদের অর্জিত অধিকার তা ধরে রাখার জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য সাধারণ কর্মচারীদের লড়াই-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। মানসিকভাবে সামগ্রিক গণ-আন্দোলনের পাশে থাকতে হবে।

● সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যে জনস্বার্থবাহী কাজ করতে গিয়ে কোনো স্বীকৃতি পাওয়া তো দূরের কথা, পরন্তু সর্বোচ্চ স্তর থেকে দূর্নীতিবাজ, কামচোর বলে আমাদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের সময়োচিত হস্তক্ষেপে বেশ কিছু ক্ষেত্রে জেলাগতভাবে ও কেন্দ্রীয়ভাবে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

● বিভাগীয় কাজকর্ম করতে গিয়ে অন্যতম বড় যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে তা হল কর্মচারী সংখ্যার ভয়ংকর অপ্রতুলতা। নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষত ব্লকস্তরে R.I., Sub-Surveyor (পূর্বতন আমিন), করণিক স্তরে সংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে ক্যাডারের মানুষজন কাজ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। প্রতিনিয়ত পাহাড়প্রমাণ কাজের বোঝা চাপছে। কিন্তু কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারী সংখ্যা অতি নগণ্য। ফলতঃ সমস্ত দায় গিয়ে পড়ছে আমাদের মতন মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকদের উপর। প্রশাসনের কাছে একমাত্র 'Answerable' আমরা অর্থাৎ আমাদের ক্যাডারবন্ধুরা। বিশেষতঃ ব্লক অফিসে কর্মরত আধিকারিকরা ভয়ংকর দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। উচ্চতর আমলারা নির্মম আচার-আচরণ করছেন, যা কেবলমাত্র অমানবিক নয়, কখনো কখনো দমন পীড়নের অবস্থায় চলে যাচ্ছে। কর্পোরেট স্টাইলে 'minimum employment, maximum output' এর তত্ত্বে বিশ্বাসী বর্তমান নিয়োগকর্তার ফরমানের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে মূলত আমাদের মতন মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকদের।

● দুর্নীতি আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সংগঠন সাধ্যমতো সেই লড়াই করার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সদস্য বন্ধুদের কাজ 'justify' করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবার অন্যদিকে জমি মাফিয়া, দালাল, এবং নানাস্তরে জনপ্রতিনিধি প্রভৃতিদের একাংশের বেআইনী কাজ করে দেওয়ার চাপ সীমাহীন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর বাইরে নয়। ফলত অনেকক্ষেত্রে সদস্যবন্ধুরা নিরুপায় হয়ে অন্যায় চাপের শিকার হচ্ছেন। না হলে দূরবর্তী স্থানে বদলিসহ শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার

হচ্ছেন। অফিসগুলিতে দুষ্কৃতিদের হামলা অব্যাহত আছে। বহুক্ষেত্রে সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান সদস্যবন্ধুরা এর মাশুল দিচ্ছেন। সংগঠন সদস্যবন্ধুদের উপর এ ধরনের আক্রমণের প্রতিটি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে এবং কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক মীমাংসা করা সম্ভব হয়েছে। ভুক্তভোগী সদস্যবন্ধুরা নিশ্চয় এ ব্যাপারে অবগত আছেন, প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করা হয়েছে সদস্যবন্ধুদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে। কিন্তু, দুর্নীতি দমনে প্রক্রিয়াগত শৈথিল্য দৃশ্যমান।

● মাটি, বালি, বোল্ডার, মোরামসহ মাইনর মিনারেলের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন প্রশাসনিক ফরমান জারী হচ্ছে, যার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই আইনের মিল নেই। বর্গা, পাট্টা কর্তন করে দেওয়া সহ অনৈতিক বেআইনী কাজ করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসছে। মৌখিক নির্দেশ, বড়জোর একটা Whatsapp message। কর্তৃপক্ষ কান দিয়ে দেখছেন। বোঝাপড়া হচ্ছে উপরের স্তরে, execute করতে হবে আমাদের। করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি, আবার না করলে চোখরাঙানি। উভয় সঙ্কট । উর্দ্ধতন প্রশাসনের কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মচারী অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অভাব। কাউকে বলেই সুরাহা হচ্ছে না। ভীষণই অসহায় অবস্থা। পরিস্থিতি আরো জটিলতর হয়েছে কারণ অপর দুটি সংগঠনের নেতৃত্ব এই সমস্ত বিষয়ে গভীর নীরবতা পালন করছেন যদিও অনুগামীরা প্রতিবাদ চাইছেন। সাধ্যমতো প্রতিবাদ জারী রাখার চেষ্টা কেবলমাত্র আমরাই করে যাচ্ছি। সমস্ত জটিলতার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ক্যাডারের মানুষদের উপর। এরপর আছে সর্বোচ্চ স্তর থেকে 'BLLRO অফিসগুলো 'ঘুঘুর বাসা' 'টাকা না দিলে কাজ হয় না' এরূপ মন্তব্য করে সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের অপ্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়া। এসব নিয়ন্ত্রনে সর্বোচ্চ মহলের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে।

● ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সমূহ যেমন—Updation And publication of Gradation List, SAR, সঠিক সময়ে প্রমোশন, DP/ VC-র দ্রুত নিষ্পত্তি, Service Confirmation, Service Continuation, MCAS file, Identity Card, Service Book preservation and updation ইত্যাদি কাজ অনেকাংশেই অবহেলিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায়। প্রতিটি বিষয়েই সংগঠন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী রেখেছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানো সম্ভব হয়নি। তবে কিছু ক্ষেত্রে সদস্যবন্ধুদের উদাসীনতাও কাজ করছে। এ বিষয়ে আগামীদিনে সাংগঠনিকভাবে আমাদের আরো তৎপর হতে হবে, নতুবা জটিলতা কাটানো সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বকে এসকল বিষয়ে সময়োপযোগী 'মেকানিজম' তৈরী করতেই হবে। চেষ্টা করলে আমরা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারি, এ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে।

● বিভাগীয় আইন, ISU এবং Directorate সহ অন্যান্য সমস্ত বিভাগে পরিকাঠামোর উন্নতি, সমস্ত জমি সংক্রান্ত রেকর্ডের digitization, অবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপকে অপসারণ করে SAR প্রদান ও প্রেরণের পদ্ধতির স্তরগুলির পুনর্বিন্যাস, Departmental Proceeding এর দ্রুত নিষ্পত্তি, অহেতুক ISU তে পুলিশি হেনস্থা বন্ধ, সংগঠনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বদলী নীতিতে বাস্তবানুগ পরিবর্তন, ভূমি-সংস্কার দপ্তরসহ রাজ্য সরকারী কর্মীদের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ সহ অস্থায়ী/ ঠিকা প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, হয়রানি মূলক বদলী রদ, 'Die in harness' এর ক্ষেত্রে মৃত সরকারী কর্মীদের পোষ্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি, শনি রবি এবং ছুটির দিনে কাজ

করানোর প্রবণতা কমানো, ভুয়ো দলিল বা শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বেআইনীভাবে যে সকল বর্গাদার উচ্ছেদ হয়েছে তাদের রেকর্ড আইন অনুযায়ী পুনর্গঠন করা, সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত হবার অধিকারকে হরণ না করা প্রভৃতি এই সময়ের জ্বলন্ত দাবী।

● **আন্দোলন প্রসঙ্গ:**

বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় সার্ভিস, আধিকারিকদের বদলি, পদোন্নতি, কর্মস্থলে দুষ্কৃতি হানা, সার্ভিস সংক্রান্ত জটিলতা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে সদস্য বন্ধুদের প্রয়োজনে Director Office এ, Department এ এবং প্রয়োজনে District Magistrate, ADM DL&LRO Office এ pursuation করতে হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস, মে দিবস উপলক্ষে আমরা সরাসরি এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য অনুগামী তথা ক্যাডারের মানুষের কাছে তুলে ধরেছি, কোনোরকম তঞ্চকতার আড়াল আমাদের প্রয়োজন হয় নি।

● অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে WBLRS এর চূড়ান্ত Notification প্রকাশের পর সমিতির আন্দোলনের গতিমুখ পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যা নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ মঞ্চ অর্থাৎ রাজ্য সম্মেলন ব্যতীত সম্ভব নয়। অথচ পরিস্থিতির বাস্তবতায় তাৎক্ষণিকভাবে রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা একপ্রকার অসম্ভব। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটি একপ্রকার নিরুপায় হয়েই বিশেষ সাধারণ সভার ডাক দিতে বাধ্য হয়। গঠনতন্ত্রে সংস্থান থাকলেও ইতিপূর্বে EGM ডাকার মতো পরিস্থিতি উদ্ভুত হয় নি। তবে EGM কে কেন্দ্র করে সদস্য অনুগামী সহ ক্যাডারের মানুষদের ঔৎসুক্য ছিল চোখে পড়ার মতো । ০৩/০৬/২০২৩ তারিখের মৌলালি যুবকেন্দ্রে যে বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় তাতে সারা রাজ্য থেকে আসা অনুগামীদের ভীড়ে সভাঘর উপছে পড়ে। উপস্থিত সদস্য অনুগামীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দাবি সনদ গৃহীত হয়। এই রাজ্য সম্মেলনে যা চূড়ান্তভাবে মূল্যায়িত হবে এবং আগামী দিনে সমিতির পথ চলার নির্ণায়ক হয়ে উঠবে।

● গত ১০/১২ বছরের আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে দুষ্কৃতিরা যখন সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ করে তখন তারা প্রশ্ন করে না যে সেই কর্মচারী কোন্ সমিতির অনুগামী। আমরা এই কায়েমী স্বার্থের soft target কেননা আমাদের ক্যাডারের ঐক্যবদ্ধতা নেই। এই রকম পরিস্থিতিতে সমিতি নির্বিশেষে জোরালো প্রতিবাদ প্রয়োজন হয়। আমরা সমিতিগতভাবে এইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং সাম্প্রতিক অতীতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের এই উদ্যোগকে উল্লেখ করেছেন।

● বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা কোভিড কালে নিম্নবিত্ত সহ প্রান্তিক মানুষজনের বেঁচে থাকাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল যা এখনও বিদ্যমান। মধ্যবিত্তদের একটা অংশও ভুক্তভোগী। এর রেশ এখনও চলছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমাদের দেশ তথা রাজ্যেও মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন। বেতন কাটছাট করা হয়েছে। অসংগঠিত শ্রমিকসহ অন্যান্য অংশের মানুষজনের দুর্দশা-দুরবস্থা আমরা দেখেছি। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা, এই ক্যাডারের মানুষজন অন্ততঃ নিয়মিত বেতন পাওয়ার ফলে এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইনি। কোভিড পরিস্থিতিতে সংগঠনের নেতৃত্বর আহ্বানে সদস্যবন্ধুরা 'সাগর থেকে পাহাড়'-এ যেভাবে একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ করে অসহায় মানুষের পাশে সাধ্যমতো পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তা সংগঠনের ইতিহাসে

স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সমস্ত কর্মসূচীগুলিকে আমাদের ধারাবাহিক লড়াই-আন্দোলনের অংশ হিসাবেই দেখতে হবে। বৃহৎ অর্থে সামাজিক মানুষ হিসাবে আমরা যে দায়বদ্ধতা পালন করার চেষ্টা করেছি তা সংগঠনকে আরো বেশী উন্নত চেতনায় সমৃদ্ধ করেছে, খেটে খাওয়া মানুষের আরো কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছে।

● সাথী, উপলব্ধির মধ্যে রাখতে হবে আমরা যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে আছি তার অন্তর্নিহিত মূল প্রতিপাদ্য হলো শোষণ-বঞ্চনা। এর বিপরীতে আমাদের স্বপ্ন শোষণ-বঞ্চনাহীন, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা। তাই প্রয়োজন সমগ্র সদস্যবন্ধুদের সেই চেতনায় উন্নীত করা। চেতনালব্ধ ঐক্য 'ইচ্ছার ঐক্য' এবং ইচ্ছার ঐক্য 'কাজের ঐক্য' তৈরী করে। কাজের ঐক্যের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে শক্তিশালী গণসংগঠন। মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই যে স্বৈরচারীকেও পর্যুদস্ত করতে পারে তা অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি। শাসককুল সংগঠিত, ট্রেড ইউনিয়ন মুক্ত পৃথিবী তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরাও হয়তো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি labour aristocracy-তে। তাতে অনেকটাই সফল বর্তমান নিয়োগকর্তা। আমরাও তার ভুক্তভোগী। ৮ ঘন্টার কাজের দাবী আজ অন্তর্হিত। শনি, রবি, ছুটির দিনসহ দিনে ১০/১২ ঘন্টা করে কাজ করতে হচ্ছে। আসুন, আমরা এই অত্যাচার-শোষণের আগলকে ভেঙে এগিয়ে যেতে ঐক্যবদ্ধ হই। এই সম্মেলন মঞ্চ গঠনমূলক সমালোচনা আত্মসমালোচনায় সার্থক হয়ে উঠুক যাতে আগামীদিনের সমস্ত চ্যালেঞ্জকে রুখে দিয়ে ক্যাডার তথা বেতনভুক কর্মচারী তথা সধারণ মেহনতি মানুষ হিসাবে দুনিয়াটাকে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শোষণহীন বঞ্চনাহীন করে গড়ে তুলতে পারি।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী

সমিতিগত দাবী-প্রস্তাব

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন সমিতিগতভাবে ক্যাডার স্বার্থরক্ষায় এবং কর্মচারী স্বার্থরক্ষার দাবীসনদ স্থির করা ও গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে আগামীতে সেগুলো আদায়ের লক্ষে সদস্যদের সর্বাত্মক সমর্থন প্রত্যাশা করে। বিগত সময়কালে আমাদের ক্যাডার স্তরে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল— WBLRS গঠন।

বিগত ২৯/০৩/২০২৩ তারিখে WBLRS 1200-Estt./IE-02/2020-Aptt. Gazettee Notification-এর মধ্য দিয়ে WBLRS গঠিত হয়েছে।

WBLRS রূপায়ণের মাধ্যমে যে fragmented service গঠিত হল তার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্যাগুলো সামনে এসেছে সেগুলো হল— (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাডার WBLRS Gr-I এর Promitional Avenue সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (১৫৮৫: ৩৪৭ অর্থাৎ ৫:১) (২) SRO-II Cadre এর Sanctioned Strength ৩৪৭ হওয়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন RO-দের promotion এর পথ সংকুচিত হয়েছে অন্যদিকে WBCS (Exe)-এর Existing feeder quota (৫৩%) বজায় রাখা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। (৩) WBLRS এর যে পদবিন্যাস সামনে এসেছে তাতে Pre-revised pay sclae No. 19 নেই অর্থাৎ WBLRS কোনো State Constituted Service নয়। (৪) WBLRS এ যে আধিকারিকরা absorbed হয়েছেন তাদের বেশীরভাগ MCAS (১৬/১৫ করে এবং ২৫/২৪ করে) এর প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। (৫) Service Rule-এর elegibility Criteria অনুযায়ী সবকটি service post-এ absorbed হওয়ার মত পর্যাপ্ত সংখ্যক আধিকারিক পাওয়া গেল না, ফলতঃ Joint Director এবং Deputy Director post-এ vacancy রয়ে গেছে। (৬) WBLRS এ Direct recruitment শুরু হলে Revenue Officer দের Promotional avenue আরও narrow হয়ে যাবে, যার ফলে capiltary effect হিসাবে Revenue inspector সহ তার নীচের পদগুলির পদোন্নতির সম্ভাবনা ভীষণভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সাম্প্রতিক অতীতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে WBLRS Service ও অন্যান্য প্রসঙ্গে গত ০৬/০৯/২০২৪-এ দেখা করে সমিতির বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং সমিতির দাবীসনদের একটি Priority List প্রেরণ করা হয় এবং ১১/০৯/২০২৪-এ ‘youtube channel’ এর মাধ্যমে তা সদস্য তথা সমগ্র ক্যাডারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এই সম্মেলন তাই ক্যাডার স্বার্থবাহী একই সঙ্গে উন্নততর জনপরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত দাবীসমুহের উত্থাপন করছেঃ—

১) সমগ্র WBLRS Gr-I Cadre-কে SRO-II cadre-এর সাথে absorption-এর মাধ্যমে একত্রীকরণ (Merger) করতে হবে এবং SRO-II ক্যাডারকে PSC-এর মাধ্যমে WBCS Group C-তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে, WBLRS Gr-I দের বেতনক্রম হবে Pre-revised scale no. 15 যা এই মুহূর্তে WBCS (Exe) এর Gr-C-তে সর্বোচ্চ বেতনক্রম এবং সাংখ্যাধিক্যের বিচারে WBCS (Exe) এর promotee feeder

১৯ তম রাজ্য সম্মেলন : জেলা -প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনা

শ্রীকান্ত দে

কেশবচন্দ্র সরকার

মসিউর রহমান

প্রতাপ কুমার পাল

অগ্নীশ্বর আচার্য

লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

ওদুদ আলি

রাজা বাগ

১৯ তম রাজ্য সম্মেলন : জেলা -প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনা

জগন্নাথ সরেন

মামুন আখতার

পার্থ প্রতিম সাহা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

কল্যাণ লামা

মিজানুর রহমান

প্রদীপ্ত চন্দ

শ্যামাপদ মণ্ডল

১৯ তম রাজ্য সম্মেলন : জেলা -প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনা

কানুরঞ্জন চ্যাটার্জী

সৌরভ চ্যাটার্জী

সৌরভ পাত্র

সীমা দে বিশ্বাস

বিপাশা সাহানা

গদাধর পাল

দেবাশীষ শেঠ

অরবিন্দ ঘোষ

১৯ তম রাজ্য সম্মেলন : জেলা -প্রতিনিধিবৃন্দের আলোচনা

অর্ঘ মান্ডি

অরূপ দে

অভিজিৎ পাল

সুপ্রভাত দাস

সুরজিৎ মণ্ডল

সুশোভন দাস

সৌমিক চৌধুরী

হিসাবে SRO-II cadre-এর ৫৩% quota বজায় রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ RO existing sanctioned strength (১৫৮৫) + SROII existing sanctioned strength (৩৪৭) যুক্ত হয়ে হবে ১৯৩২ জন।

২। Constituted State Service চালু করতে অবিলম্বে পাঁচটি (৫) categoryতে অর্থাৎ (i) Assitant Director/ Asst. Secretary, (ii) Deputy Director/ Deputy Secretary, (iii) Joint Director/ Senior Deputy Secretary, (iv) Additional Director/ Joint Secretary এবং (v) Additional Secretary স্তরে সমিতিগত পূর্ণাঙ্গ state service চালু করতে হবে।

৩। Assistant Director/Asst. Secretary, Deputy Director/Deputy Secretary এবং Joint Director Senior Deputy Secretary পদে মোট Carde Strength করতে হবে ৬৫০, ৩২৫ এবং ১০৯ (৬:৩:১ অনুপাতে) মোট ১০৮৪ জন।

৪। Additonal Director/Joint Secretary পদে ১০৯ এর ১০% অর্থাৎ ২২ জন (আসন্ন পূর্ণ সংখ্যা) Cadre রাখতে হবে।

৫। Additional Secretary পদে ২২ এর ৫৫% অর্থাৎ ১১ জন রাখতে হবে।

৬। সর্বমোট (১০৮৪ + ২২ + ১১) = ১১১৭ Cadre Strength যুক্ত পুর্ণাঙ্গ সার্ভিস চালু করতে হবে যার (১১১৭-৭৩৪) = ৩৮৩টি পদ আসবে ১৯৩২টি—SRO II পদ থেকে converted হয়ে অর্থাৎ SRO-II পদের সংখ্যা হবে (১৯৩২-৩৮৩) = ১৫৪৯।

৭। WBCS (Exe) এর feeder এর eligibity criteria যেমন RO, SRO II combined capcity তে ৬ বছর তেমনই WBLRS-এর ক্ষেত্রে তা ৮ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করতে হবে।

৮। কোনভাবেই WBCS (Exe) এ feeder হিসাবে SRO-II দের ৫৩% কোটা কমানো চলবে না।

৯। ISU সহ সমস্ত wing-এ WBSLRS Gr-I এর এবং SRO-II শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

১০। যত দ্রুত সম্ভব WBLRS-এর Cadre Sehedule প্রকাশ করতে হবে।

১১। ১৫, ১৭, ১৮ নং ও প্রস্তাবিত ১৯ নং স্কেলে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন সময়সীমা ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করতে হবে।

১২। ষষ্ঠ পে-কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং ১.১.১৬ থেকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি.এ সহ প্রদান করতে হবে।

১৩। অবিলম্বে সমগ্র বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে এবং পদ্ধতিতে বছরে দুবার বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

১৪। নিয়মিত সময়মতো বদলী আদেশ প্রকাশ করতে হবে। বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের বদলীনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নির্দেশিকা প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে।

১৫। Cempasionate Ground-এ বদলীর বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

১৬। ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজ গতিশীলতা আনতে এবং জনস্বার্থে RTPS আইন অনুযায়ী পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য অবিলম্বে আধিকারিক সহ এবং সকলস্তরের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

১৭। e-Bhuchitra সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে Mutation, Conversion ও অন্যান্য জনপরিষেবামুলক কাজের অন্তরায় দূর করতে হবে। 'Link', 'Connectivity'-এর সকল সমস্যা দুর করতে হবে।

১৮। সকল BL&LRO এবং SDL&LRO Office-এ Generator-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং UPS-এর সকল সমস্যা দুর করতে হবে।

১৯। অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০। পঃবঃ ভূঃ সঃ আইনের ৫৮ ধারায় রক্ষাকবচ যেন বলবৎ থাকে তা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

২১। SAR, ACR এবং Assets Declaration-এর উদ্ভুত সকল সমস্যা দ্রুত নিরসন করতে হবে।

২২। শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত ছুটির দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

২৩। সকল অফিসে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ মহিলাদের আলাদা Toilet-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪। উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের মত বিনিময়ের সুযোগকে নিয়মিত রাখতে হবে এবং এই পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

২৫। DP/VC ফাইলের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

ব্লক অফিসে দুষ্কৃতী হামলা, পুলিশি অতিসক্রিয়তা, মিডিয়াতে বিভাগীয় আধিকারিকদের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাবি প্রস্তাব

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ব্লকস্তরে বিভিন্ন কার্যালয়ে দুষ্কৃতী হামলা আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। Quasi-judicial প্রক্রিয়ায় যুযুধান দুই পক্ষের যে কোন একপক্ষ কাঙ্খিত ফল না পেলেই আক্রমণের লক্ষবস্তু হয়ে উঠছেন এই দপ্তরের ব্লকস্তরে কমর্রত অধিকারিকরা। তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই সম্মেলন মঞ্চে উপস্থাপনার সুযোগ নেই তবে অতীতের কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে—

ঘটনাক্রম-১:- ১৫ই ডিসেম্বর ২০২২, শিলদা, ঝাড়গ্রাম।
২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ সাইথিয়া, বীরভূম।
২৯ শে ডিসেম্বর ২০২২ বারাবনি, পশ্চিম বর্ধমান।
২১শে জুন, ২০২৩ সন্দেশখালি-২, উত্তর ২৪ পরগণা।
৫ই এপ্রিল, ২০২৪ ভগবানগোলা-১, মুর্শিদাবাদ।
১৫ই মে করণদিঘী, উত্তর দিনাজপুর।
২৭শে আগষ্ট, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।
৩রা সেপ্টেম্বর, চোপরা, উত্তর দিনাজপুর।

ঘটনাক্রম -২:- জাল দলিল, দালালচক্রের কুকমের্র যাবতীয় দায় ব্লকস্তরের আধিকারিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিশি অতিসক্রিয়তার ঘটনা ঘটছে অহরহ।

সার্বিক ভাবে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় যে ব্যাপক লুঠ, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকতা তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে গেলেই আক্রমনের লক্ষবস্তু করা হচ্ছে বিভাগীয় আধিকারিকদের। প্রশাসনিক উচ্চমহল থেকে দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ পরিষেবা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে অথচ দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জাজনক বাস্তব হলো এই যে আক্রান্ত হওয়ার পর সেই উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা কার্যতঃ অসহায়তা প্রকাশ করেন আর ব্লকস্তরের আধিকারিকরা মারীচ সদৃশ হয়ে বিচরণ করেন গ্রাসাচ্ছাদনের বাস্তবতায়। আক্রান্ত না হওয়াটাই যেখানে সৌভাগ্য, আক্রান্ত হওয়াটা যেখানে ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিপর্যয় কোন অবস্থায় পৌঁছেছে তা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানার প্রয়োজন হয় না।

বাস্তবচিত্রে, ঘটনাক্রম-১-এর ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিষ্ক্রিয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি ভুলে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে গোল গোল আশ্বাস দিয়ে মানুষের কর্পূর সদৃশ স্মৃতিশক্তির উপর প্রবল বিশ্বাস স্থাপন করেন।

ঘটনাক্রম-২-এর ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিপ্রতীপ অবস্থান নিয়ে থাকেন। আইনের বিধিতে Quasi-judicial কাজের ক্ষেত্রে আধিকারিকদের জন্য যে রক্ষাকবচ আছে তাকে মান্যতা দিতেই চান না, অতিসক্রিয় হয়ে তাঁরা দোষী সব্যস্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

এইজাতীয় ঘটনাগুলিতে সমিতি তৎক্ষণাৎ উদ্যোগী হয়ে প্রতিবাদ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানিয়েছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সিনড্রোম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই অন্ধত্বের বিরুদ্ধে

সমাজকে আলোর সন্ধান দিতে পারত সংবাদ মাধ্যম। কিন্তু কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম সে দায় নেয় না, পক্ষপাতিত্বের রসে-বশে থেকে লুণ্ঠনের সমর্থন লুণ্ঠিতের থেকে আদায় করার জটিল কার্যে সুচারু হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাই দায়িত্বজ্ঞানহীন, বিভ্রান্তিকর সংবাদে পরিবেশিত হয়—যে জাল দলিল BL&LRO অফিসে তৈরী হয়, যার কোনো আইনি বাস্তবতা নেই,শুধু বিরূপতা তৈরীর অসাধু উদ্দেশ্যই আছে।

সার্বিক ভাবে যে আতঙ্কের সংস্কৃতিকে সৃজন, লালন-পালন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সম্মেলনের মহতী মঞ্চ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার জানায়, এবং সোচ্চারে নিম্নলিখিত দাবি নিরঙ্কুশভাবে সমর্থনের আশায় উত্থাপন করে যে—

১. ব্লক স্তরে বিভাগীয় আধিকারিক, কর্মচারী সহ সকল সরকারী কর্মচারির নিরাপত্তা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে।
২. যে কোন হামলার বিরুদ্ধে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. পর্যাপ্ত সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তা ছাড়া কোনা রেইড প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করা যাবে না।
৪. Quasi-judicial কাজের ক্ষেত্রে আধিকারিরদের আইনি রক্ষাকবচকে আরো শক্তিশালী হতে হবে।
৫. নাগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য অপ্রতুল কর্মীবাহিনীকে সুদক্ষ এবং পর্যাপ্ত করতে হবে।
৬. ব্লক স্তরে কার্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে।
৭. আধিকারিকদের নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

রাজ্য-সম্মেলন থেকে গৃহীত 'গঠনতন্ত্র' বিষয়ক সংশোধনী

1. After formation of the West Bengal Land Reforms Service(abbreviated as in the name and style WBLRS), Sub Article (a) of Article 4 shall be substituted with the following:

   "(a) All officers belonging to the cadre of West Bengal Sub-Ordinate Land Revenue Service, Grade-I; Special Revenue Officer Grade- II and West Bengal Land Reforms Service.

   Provided, if any nomenclature is changed by the Government, the same shall be substituted forthwith accordingly."

2. In Paragraph (a) of Sub–Article A of Article 10, the words and figures "from all Districts at the ratio of 1 : 50 members therein" shall be substituted by the words and figures **"from all Districts at the ratio of 1 : 30 members therein" , and,**

   the words and figures "if total members of the district exceed 75" shall be substituted by the words and figures **"if total members of the district exceed 30".**

3. In clause (ii) of Sub-Article A of Article 10, the words and figures "not exceeding 10%" shall be substituted by the words and figures **"not exceeding 20%".**

4. In clause (iv) of Sub-Article A of Article 10, Entry no. 4 and Entry no. 6 shall be substituted as–

   "(4) Joint Secretary – 03(Three)"

   "(6) Assistant Secretary- 03(Three)"

5. In clause (v) of Sub-Article A of Article 10, the words and figures "Central Secretariat will be constituted by 19" shall be substituted by the words and figures: **"Central Secretariat will be constituted by 21"**

   and

   the words and figures "but the number of invitees to the Secretariat should not exceed 6 (six)" shall be substituted by the words and figures: **"but the number of invitees to the Secretariat should not exceed 4 (four)".**

ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও জোনাল সম্পাদকবৃন্দ

পদাধিকারী	নাম
সভাপতি	দিব্যসুন্দর ঘোষ
সহ সভাপতিত্রয়	অর্ণব চৌধুরী
	জরিতা দাস
	দেবব্রত ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	কৃশানু দেব
যুগ্ম সম্পাদকত্রয়	শান্তনু গাঙ্গুলী
	সুদীপ সরকার
	রিম্পা সাহা
সহ সম্পাদকত্রয়	সঈদ হাসানসিমন
	ঋদ্ধি চক্রবর্তী
	সুরজিৎ মণ্ডল
কোষাধ্যক্ষ	আব্দুল্লাহ জামাল
দপ্তর সম্পাদক	সৌগত বিশ্বাস
মুখপত্র সম্পাদক	অম্লান দে
হিসাব রক্ষক	অপ্রতিম চন্দ
সদস্য	চঞ্চল সমাজদার, আশীষ কুমার গুপ্ত, শুভ্রাংশু বসু, অনিমেষ ঘোষ, প্রণবেশ পুরকাইত, তনয়া দত্ত
স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য	শুভ্রান্তু ঘটক, দেবাংশু সরকার, অরিন্দম বক্সী, প্রণব দত্ত

জোনাল সম্পাদক বৃন্দ

ক্রম	জেলা	জোনাল সম্পাদক
১.	দার্জিলিং-কালিম্পং-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার	**শ্যাম কুমার দেওয়ান**
২.	উত্তর দিনাজপুর-দক্ষিণ দিনাজপুর	**মনোতোষ অধিকারী**
৩.	মালদা-মুর্শিদাবাদ	**মহঃ ওদুদ আলি**
৪.	বীরভূম-পশ্চিম বর্ধমান-পূর্ব বর্ধমান	**বিভাস দাস**
৫.	বাঁকুড়া-পুরুলিয়া	**দেবাশীষ শেঠ**
৬.	ঝাড়গ্রাম-পশ্চিম মেদিনীপুর-পূর্ব মেদিনীপুর	**শ্রবন্ত কুমার দত্ত**
৭.	হাওড়া-হুগলি	**দেবাশীষ মুখার্জি**
৮.	নদীয়া-উত্তর ২৪ পরগণা	**জয়তী ব্যানার্জী**
৯.	কলকাতা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা	**সুপ্রভাত দাস**

১৯ তম সম্মেলন ২০২৪

জেলা-কমিটির পদাধিকারীবৃন্দ

Sl.	জেলা	সভাপতি	সম্পাদক*	কোষাধ্যক্ষ	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
১	দার্জিলিং ও কালিম্পং	দোমা ভুটিয়া	ধনঞ্জয় দাস	মিঙ্গামা ভুটিয়া	সন্দীপ সুব্বা
২	কোচবিহার	দীপা ভুটিয়া	প্রসেনজিৎ সাহা	বিনোদ রাই	সায়ন্তম হোম চৌধুরী
৩	আলিপুরদুয়ার	লক্ষীকান্ত সিংহ	সুশান্ত কুমার দাস	গোপালচন্দ্র রায়	দীপা লামা
৪	উত্তর দিনাজপুর	সুমিত ভট্টাচার্য	অরবিন্দ সরকার	সুদীপ চক্রবর্তী	প্রিয়ব্রত দত্ত
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	সৌমেন্দ্র সাহা	শিবেন সরকার	সন্দীপ সুরানা	প্রিতম দাসশর্মা ও অনুপম সাহা
৬	মালদা	শৈবাল পাল	সৌমিক চৌধুরী	ফজলুর রহমান	ইফতিকার আজম
৭	মুর্শিদাবাদ	অচিন্তম ঘোষ	সাম মহম্মদ	সুব্রত সরকার	সন্দীপ দাস ও মহঃ ওদুদ আলী
৮	বীরভূম	কিশোর মজুমদার	মসিউর রহমান	ইন্দ্রানী সরকার	বিশ্বজিৎ ঘোষ
৯	বাঁকুড়া	অভীক বসু	সৌজিত সাহা	প্রদীপ দাস	অতনু মণ্ডল
১০	পশ্চিম বর্ধমান	পলাশরঞ্জন নাথ	সুরজিৎ বাগ	সুব্রত বিশ্বাস	সুজিতকুমার পাঁজা ও গদাধর মণ্ডল
১১	পূর্ব বর্ধমান	অভিজিৎ ঘোষ	সৈয়দ মাসুদুর আনোয়ার	বেনীমাধব ব্যানার্জী	কাঞ্চন দে ও কাণুরঞ্জন চ্যাটার্জী
১২	পুরুলিয়া	সনৎ বিশ্বাস	দেবাশীস পান	অরূপ সিং সর্দার	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী ও দেবাশীষ শেঠ
১৩	ঝাড়গ্রাম	হারাধন মণ্ডল	সুশোভন দাস	শ্রবন্তকুমার দত্ত	সাধনচন্দ্র রায় ও সৌরভকুমার পাত্র
১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	শান্তনু সরকার	অরূপকুমার দে	সুস্মিতা সরেন	সব্যসাচী মণ্ডল
১৫	পূর্ব মেদিনীপুর	বিকাশ নন্দী	আশুতোষ মণ্ডল	গৌতম সরদার	সৌরভ চ্যাটার্জী
১৬	হাওড়া	হিঁয়া গাঙ্গুলী	আবির পুরকাইত	বিপাশা সাহানা	অভিজিৎ দাস
১৭	হুগলি	হিমেন বিশ্বাস	জগন্নাথ সরেন	দেবাশীস মুখার্জী	সৌম ভট্টাচার্য ও তন্ময় চ্যাটার্জী
১৮	নদীয়া	তথাগত মুখার্জী	অভিজিৎ পাল	বাপী সরকার	বাবলু বিশ্বাস ও স্বপন সাহা
১৯	উত্তর ২৪ পরগণা	অলোক কুমার সেনাপতি	অপ্রতিম চন্দ	অভিজিৎ বিশ্বাস	পার্থপ্রতিম সাহা
২০	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সৌমেন্দু বেরা	সুরজিত মণ্ডল	অনুপম ভট্টাচার্য	ইন্দ্রনীল পাল ও সুপ্রভাত দাস
২১	কলকাতা	শ্যামাপদ রায়	সৌরভকান্তি বেরা	কৃষ্ণেন্দু কবিরাজ	আদিত্য মজুমদার ও শিলাদিত্য সাহা
২২	জলপাইগুড়ি	জয়দীপ ঘোষ রায়	সৌরভ সরকার	সুভাষ মাহান্ত	তারিকুল ইসলাম

*প্রত্যেক জেলা-সম্পাদকই পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

গত ৮/০২/২০২৫ তারিখে ঊনবিংশতিতম রাজ্য-সম্মেলনোত্তর পর্বে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ, সহ-সভাপতিত্রয় অর্ণব চৌধুরী, দেবব্রত ঘোষ ও জরিতা দাশ-কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। বিস্তারিত 'এ্যাজেন্ডা নোট'কে সামনে রেখে সমিতির প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কৃশাণু দেব বিগত কর্মসূচীর পর্যলোচনা, সংগঠন ও তহবিল, ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ও সমিতিগত তৎপরতা প্রসঙ্গে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করে আশু করণীয় সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা এবং **৬** জন জোনাল সম্পাদক সহ মোট **২০** জন এই প্রারম্ভিক প্রস্তাবনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। সামগ্রিক আলোচনাকে ভিত্তি করে জবাবী-ভাষণ দেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শান্তনু গাঙ্গুলী। কেন্দ্রীয় কমিটির সার্বিক আলোচনার সারাৎসার এবং এই সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নীচে বিবৃত করা হল:—

পরিস্থিতি :

এই দেশ তথা উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। ভাঙনের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে কিছু কূট উপাদান। সে ভাঙন সংস্কৃতির ভাঙন, মূল্যবোধের ভাঙন, দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভাঙন। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে শুরু করে মানবসম্পদ সবক্ষেত্রেই চলছে অবাধ লুঠ রাজত্ব। মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ যাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপ না নিতে পারে তার জন্য ধর্ম, জাত-পাত, সহ সব ধরনের পরিচিতি স্বত্বার রাজনীতিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদকামী পরিচিতি স্বত্বার বিরুদ্ধে অদম্য মানসিকতা নিয়ে লড়াই-এ সামিল হওয়ার সময় এসেছে। অনুগামী সহযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে লড়াই লড়তে হবে। চিনে নিতে হবে শত্রু-মিত্র এমনকি বহুরূপী শত্রুকে।

২. বিগত কর্মসূচী:

২.১ গত ৮ই নভেম্বর ও ৯ই নভেম্বর নিউটাউন সংলগ্ন রবীন্দ্রতীর্থ প্রাঙ্গণে সমিতির ঊনবিংশতিতম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্যগণ অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যার মধ্যে রেভিনিউ অফিসারের সংখ্যা ছিল১৬৫ জন।

২.২ আলোচ্য রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে তিনটি সম্পাদকমণ্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.৩ বিগত ১৯.০১.২০২৫ তারিখে আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাশাসকের সম্মেলন কক্ষে সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত R.O. দের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. সংগঠন ও কর্মসূচী:

৩.১ **সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ** : সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হল সদস্য। তাই সবার আগে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এই কাজে সমিতির কোনো স্তরেই কোন শৈথিল্য দেখানো যাবে না। আগামী ৩১.৩.২০২৫-এর মধ্যে ২০২৫ সালের রিনিউয়াল শেষ করতে হবে এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২ **সংগঠন-সম্মেলন তহবিল (SST)**—এই তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাঁকুড়া ও জলপাইগুড়ি ছাড়া অন্য জেলাগুলির চিত্র আপাতভাবে সন্তোষজনক। কোন জেলার ক্ষেত্রে কিছু বকেয়া থাকলে তা অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করার আহ্বান রইল।

৩.৩ আলো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা (স্যুভেনির)-এর জন্য বিজ্ঞাপনের ফর্মগুলি দ্রুত কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যক।

৩.৪ **নিয়োগ ও সদস্যভুক্তিকরণ:** বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ৯৮ জন রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদ থেকে রেভিনিউ অফিসার পদে উন্নীত হয়েছেন। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫৬ জন সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন যা সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে অভূতপূর্ব। তবে আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে এই সকল নতুন সদস্যদের সঙ্গে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.৫ **ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি—**

৩.৫.১ ১৬ জন DD (Deputy Director) থেকে JD (Joint Director) পদে প্রমোশন পেয়েছেন। এছাড়াও ১৯ জন AD (Assistant Director) থেকে DD (Deputy Director) পদে প্রমোশন পেয়েছেন।

৬৮ জন RO থেকে SRO-II পদে প্রমোশনের ক্ষেত্রে বিবেচিত হলেও SAR clearence না থাকয়ে ৪১ জনের প্রমোশনের আদেশনামা জারি হয়েছে।

৩.৫.২ WBLRS গঠনের ফলে যে সকল সদস্যবন্ধুগণ ২৫/২৪ বা ১৬/১৫ বছরের MCAS benefit থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে গত ১৭.১২.২০২৪ তারিখে increment benefit সংক্রান্ত আদেশনামা সমিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রকাশ হয়েছে।

৩.৫.৩ **W.B.C.S (exe):-** ২০১৯ সালের শূন্যপদ অনুযায়ী ৩৯ জনের SRO-II থেকে WBCS (exe) promotion ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির থেকে DP/VC এবং Asset Statement Declaration অতি দ্রুত প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

৩.৫.৪ **বদলী :** বিগত রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ২৬শে নভেম্বর রেভিনিউ অফিসারদের ৪৪ জনের একটি বদলীর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশনামার মাধ্যমে আমাদের দূরবর্তী জেলাগুলিতে থাকা বেশ কিছু R.O.-দের চাহিদা অনুযায়ী নিজ জেলায় পোষ্টিং করানো সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বদলীর আদেশনামা (AD/DD/JD/SRO-II) প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বদলীর আদেশনামা প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের টালবাহনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.৫.৫ পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস গঠন এবং RO সহ সামগ্রিক ক্যাডারের উন্নততর বেতন কাঠামো ও পদোন্নতির সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সমিতির সক্রিয় উদ্যোগ জারী আছে।

৩.৬ **মুখপত্র** : 'আলো' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের কিছু ঘাটতি এখনো সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা না গেলেও আগামী সময়ে সেই সমস্যা অতি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে আশাপ্রকাশ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রবীণ-নবীন সকল সদস্যদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে মুখপত্রের জন্য কাজ ও অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ের উপর লেখা প্রেরণের জন্য আহ্বান রাখা হল।

৪. **গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ :**

৪.১ ২০২৫ সালের সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ ৩১.০৩.২০২৫ মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.২ যে সকল জেলাগুলির কাছে এখনও S.S.T ও Advertisement এর টাকা আছে তা ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে উপযুক্ত রিপোর্ট সহ কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্যর কাছে প্রেরণ করতে হবে।

৪.৩ নতুন আধিকারিকদের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের সমিতির অনুগামী করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে।

৪.৪ মার্চ ও এপ্রিল মাস জুড়ে সকল জেলায় Extended DEC মিটিং করতে হবে।

৪.৫ ক্যাডার ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে এমন যে কোন প্রবণতাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে।

৪.৬ জেলার চাহিদা অনুযায়ী কর্মশালা আয়োজন করে সংগঠন নির্বিশেষে ক্যাডারদের আহ্বান করে তাদেরকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

৪.৭ ২৩ মে সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে মে মাসে একটি কেন্দ্রীয় জমায়েতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৮ সমিতির 'গঠনতন্ত্র'-এর বিধানকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির এই সভা থেকে নিম্নলিখিত সদস্যদের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটিতে 'কো-অপ্ট' করা হ'ল:— সুশান্ত কুণ্ডু, সোমা গাঙ্গুলী, শিবপ্রসাদ দাস, গৌতম সর্দার, তারিকুল ইসলাম, অমিতাভ কোলে, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, সঞ্জয় চক্রবর্তী, অয়ন মিত্র, পৌষালি পাত্র, সীমা দে বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র রায়, বিপাসা সাহানা, কৌশিক পাত্র, শৈবাল মিত্র।

ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্টের সারাৎসার

প্রাপ্ত ক্রেডেন্সিয়াল ফর্ম : ১৬৬

নারী : ১৫ পুরুষ : ১৫১

রাজস্ব-আধিকারিক : ৭৬, এস.আর.ও-২ : ১৬

এ্যাসিঃ ডাইরেক্টর : ৪৪, ডেপুটি ডাইরেক্টর : ১৮

জয়েন্ট ডাইরেক্টর : ১, অবসরপ্রাপ্ত : ১১

সর্বজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি : দীপককুমার সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত)

জন্ম-তারিখ : ৩০.১০.১৯৪৫

সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি : ইফতেকার আজম, রাজস্ব-আধিকারিক

জন্ম-তারিখ : ১২.১০.১৯৯৪

সমিতিগত তৎপরতা

● বিগত রাজ্য-সম্মেলনোত্তর পর্বে সমিতিগত দাবী-দাওয়া, ক্যাডারস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যা ও জটিলতার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়োর দাবী জানিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে যে-সমস্ত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, সকলের জ্ঞাতার্থে তা বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত করা হল:-

Memo No.: 28 /ALLO/2024 Date: 14.11.2024

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Coimmissioner Department of Land &
Land Reforms and Refugee, Relief and Rehabilitation,
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

***Sub*: Charter of demand unanimously adopted in the 19th (Biennial) State Conference held on 8 & 9, November 2024.**

Respected Sir,

In terms of the above captioned subject, I, on behalf of our association would like to express here that we have successfully concluded our 19th (Biennial) State Conference in presence of the delegates of all the districts of West Bengal.

In this regard, I would like to recall that on 06/09/2024 we had been given patient audience from your chair for presenting our demand in c/w cadre related issues and trade related issues (Vide No. 21/ALLO/2024 dated 06/09/2024, copy enclosed). In terms of the very discussion, we have further placed the priority of our demand (Vide No. 22/ALLO/2024 dated 1 1/09/2024, copy enclosed) before your kind self for active consideration.

Meanwhile, we have come to know that the P&AR Department (Vide No. 1407-PAR(WBCS)/1D-115/05(Pt.) dated 04/10/2024, copy enclosed) has published the vacancy status of feeder quota as on 01/01/2023 for the promotion to WBCS (Exe) posts devoid of the quota for existing SRO-II cadres. We have raised our protest in this respect (Vide No. 27/ALLO/2024 dated 30/10/2024, copy enclosed). This has been done without any rhyme and reason. This is a blow not only to the cadres of SRO-II but undoubtedly to the cadres of WBSLRS Gr-I (RO) also.

It may not be out of context to mention here that the eligibility criteria for feeding of posts in the WBLRS is insufficient and the capillary effect of the same has blocked the promotional aspect of the subordinate feeder cadres of SRO-II, RO and even the RI cadres.

The entire situation regarding pros and cons of the newly constituted WBLR Service and

the promotional prospect of SRO-II and RO have been meticulously discussed at our State Conference to formulate our demand. The Charter of Demand has been formulated unanimously and the same is enclosed herewith for your kind consideration and necessary action.

In this regard, on behalf of our association, I would like to request you to give us opportunity to discuss the matter at your convenience.

Enclosed: As stated above.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 28/1/ALLO/2024 Date: 14.11.2024

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal for his kind perusal and necessary action.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

Annexure

Charter of Demand as adopted unanimously at the 19th (Biennial) State Conference held on 8-9th November 2024

১) সমগ্র WBLRS GR-I Cadre-কে SRO-II cadre-এর সাথে absorption-এর মাধ্যমে একত্রীকরণ (Merger) করতে হবে এবং SRO-II ক্যাডারকে PSC-এর মাধ্যমে WBCS Group C-তে সরাসরি নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে, WBLRS GR-I দের বেতনক্রম হবে Pre-revised Scale No. ১৫ যা এই মুহূর্তে WBCS (Exe) এর Gr-C-তে সর্বোচ্চ বেতনক্রম এবং সংখ্যাধিক্যের বিচারে WBCS (Exe) এর promotee feeder হিসাবে SRO-II cadre-এর ৫৩% quota বজায় রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ RO existing sanctioned strength (১৫৮৫) + SRO-II existing sanctioned strength (৩৪৭) যুক্ত হয়ে হবে ১৯৩২ জন।

২) Constituted State Service চালু করতে অবিলম্বে পাঁচটি (৫) category-তে অর্থাৎ (i) Asst. Director/ Asst. Secretary, (ii) Deputy Director/ Deputy Secretary, (iii) Joint Director/ Senior Deputy Secretary পদে মোট Grade Strength করতে হবে ৬৫০, ৩২৫ এবং ১০৯ (৬:৩:১ অনুপাতে) মোট ১০৮৪ জন।

৪) Additional Director/ Joint Secretary পদে ১০৯ এর ১০% অর্থাৎ ২২ জন (আসন্ন পূর্ণ সংখ্যা) Cadre রাখতে হবে।

৫) Additional Secretary পদে ২২ এর ৫০% অর্থাৎ ১১ জন রাখতে হবে।

৬) সর্বমোট (১০৮৪+২২+১১) ১১১৭ Gadre Strength যুক্ত পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস চালু করতে হবে যার (১১১৭-৭৩৪) = ৩৮৩টি পদ আসবে ১৯৩২টি SRO-II পদ থেকে converted হয়ে অর্থাৎ SRO-II পদের সংখ্যা হবে (১৯৩২-৩৮৩) = ১৫৯৪।

৭) WBCS (Exe) এর feeder এর eligibity criteria যেমন RO. SOR-II combined capcity তে ৬ বছর তেমনই WBLRS-এর ক্ষেত্রে তা ৮ বছরের পরিবর্তে ৬ বছর করতে হবে।

৮) কোনভাবেই WBCS (Exe)-এর Feeder হিসাবে SRO-II দের ৫৩% কোটা কমানো চলবে না।

৯) ISU সহ সমস্ত wing-এ WBSLRS Gr-I এবং SRO-II শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

১০) যত দ্রুত সম্ভব WBLRS-এর Cadre Sehedule প্রকাশ করতে হবে।

১১) ১৫, ১৭, ১৮ নং ও প্রস্তাবিত ১৯নং স্কেলে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন সময়সীমা ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করতে হবে।

১২) ষষ্ঠ পে-কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং ০১/০১/২০১৬ থেকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি.এ সহ প্রদান করতে হবে।

১৩) অবিলম্বে সমগ্র বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে এবং পদ্ধতিতে বছরে দুবার বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

১৪) নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বদলীর আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে। বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের বদলীনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নির্দেশিকা প্রকাশ ও কার্যকর করতে হবে।

১৫) Cempasionate Ground-এ পদলীর বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

১৬) ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজ গতিশীলতা আনতে এবং জনস্বার্থে RTPS আইন অনুযায়ী পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের জন্য অবিলম্বে আধিকারিক সহ এবং সকলস্তরের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

১৭) e-Bhuchitra সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে Mutation, Conversion ও অন্যান্য জনপরিষেবামূলক কাজের অন্তরায় দূর করতে ‘Link’, ‘Connectivity’-এর সকল সমস্যার দূর করতে হবে।

১৮) সকল BL&LRO এবং SLD&LRO OLffice-এ Generator-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং UPS-এর সকল সমস্যা দূর করতে হবে।

১৯) অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০) পঃবঃ ভূঃ সঃ আইনের ৫৮ ধারায় রক্ষাকবচ যেন বলবৎ থাকে তা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

২১) SAR/ ACR এবং Assets Declaration Statement সংরক্ষণ-এর সকল সমস্যা দ্রুত নিরসন করতে হবে।

২২) শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত ছুটির দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে quasi-judicial কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

২৩) সকল অফিসে উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ মহিলাদের আলাদা প্রসাধন কক্ষ/ Toilet-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪) উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের মত বিনিময়ের সুযোগকে নিয়মিত রাখতে হবে। এই পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

২৫) DP/VC ফাইলের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

Memo No.: 05/1/ALLO/2025 Date: 29.01.2025

To
The Additional Chief Secretary & Load Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Regufee, Relief and Rehabilitation,
NABANNA, 6th Floor, Howrah

Subject: **Preparation and Updation of Gradation List of the Officers.**

Respected Sir,

On behalf our association, I would like to thank you for your kind response to our leter vide No. 29/ALLO/2024 dated 06/12/2024 by involving your good office to take active role for promotion of the departmental officers by 31/12/2024. However,some of the elligible candidates are still waiting for their due promotion till date.

In spite of the above, I would like to draw your kind attention to the fact that a correct and updated gradation list of the departmental officers is very much essential for timely promotion and for several other official purposes.

But, unfortunately, the work in respect of preparation and maintenance of Gradation List of the officers had not been done with proper inportance and as a result of that a good number of officers posted all over the State have been suffering a lot. For an example, the Gradation List of the REvenue Officers had been finally published way back in 2022 and the list is not at all exhaustive for the officer working at present and as a result of that the last promotion order of the Revenue Officers is being delayed.

Thus, on behalf of a responsible association of the departmental officeers, I am requesting your kind self to look into the matter for active consideration.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 06 /ALLO/2025 Date: 04.02.2025

To,
The Director of Land Records & Surveys,
And
Joint Land Reforms Commissioner, West Bengal.
Survey Buildings,
35, Gopal Nagar Road,
Koikata- 700 027.

***Sub:* Request for disposal of misnomer applications through e-Bhuchitra.**

Respected Sir,

With due respect, on behalf of our association, I would like to draw your kind attention to the fact that our BLLRO offices are overburdened with feeble staff strength. Inspite of that, round the year our official at block level are taking load of extra departmental jobs and actively participating in the august developmental programmes such as Banglar Bari. But, unfortunately, we have seen several instances where anonymous persons have thrown applications to the BL&LRO, Offices, for not taking any action in respect of some plots or Khatians. In most cases such applications are devoid of information of any case no or other pertinent material reference for onward prosecution. Running with a handful staff strength, it is practically impossible to perform field verification in every such cases. We, as a responsible association, are apprehending that such type of apparently lineant letters may become lethal in future for the poor BL&LROs for not taking appropriate action in due course of time.

Now, in this connection, on behalf of our association, 1 would like to request you to consider that in e-Bhuchitra, such a feature may be incorporated wherein such applications be uploaded and flagged with concerned plots/Khatians from the end of BLLRO offices, so that during disposal of mutation case, the concerned Officer will have the knowledge of the application as well the applicant may get an opportunity of being heard.

Sir, in past, we have experienced that our officers are treated as soft target from some corners of the society, media as well as from some part of the fora deals in citizens grievance redressal matters. This is not acceptable for the offcers serving the citizens under your esteemed leadership at block level.

Thus, to maintain clarity, the above mentioned matter is placed for your kind information and consideration. .

Yours faithfully,

(Krishanu Deb)
General Secretary

Memo No.: 09/ALLO/2025 Date: 06.03.2025

To

The Additional Chief Secretary & Load Reforms Commissioner,
Department of Land & Land Reforms
Refugee Relief and Rehabilitation
NABANNA, 6th Floor, Howrah

Subject: **Deprivation of SRO-IIs getting promotion of WBCS (Ex) Cadre as a feeder in the residual vacancy of 2019 to 2022**

Ref **: No III/41-1SC/1P-53/2003 dated 27/2/2025 of the Public Service Commission, West Bengal.**

Respected Sir.

We have come to know that during the meeting under reference, the view of the Hon'ble representative of the P&AR Department is in contrary to the prevailing rules denying the legitimate right of the eligible SRO-IIs with retrospective effect.

This is to recall here that earlier vide our correspondence No. 27 dated 30/10/2024, we have raised the issue of quota curtailment to the post of WBCS(Exe) cadre from the feeder post/service against the quota of 2023 before the authority. The matter is still in a stalemate condition.

It is needless to mention here that after formation of WBLR service in the L&LR and RR&R Department, no order has ever been passed to extricate the right of SRO-IIs with retrospective effect.

Sir. the deprivation of the promotional right not only speaks against the career prospects of the eligible and willing SRO-II s but also against the career prospects of Revenue Officers, consequently. We have no clue behind such motive.

Thus, through your good office, our association, earnestly urges to take immediate steps to move away the stalemate situation in order to prevail natural justice.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

Memo No.: 09/I/ALLO/2025 Date: 06/03/2025

Thc Hon'ble Secretary, Public Service Commission, West Bengal, for his kind information and necessary action because such motive may attract, judiciary in due course.

Yours faithfully,
Krishanu Deb
General Secretary

স্মরণ

সুপ্রসন্ন রায়
(১৯৫২-২০২৪)

গত ২০/১১/২০২৪ তারিখে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুপ্রসন্ন রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। শ্রী রায় বেশ কিছুদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন, নিয়মিত কেমোথেরাপি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে কলকাতার AMRI (বর্তমান Manipal Hospital) হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সহকর্মীদের সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

শ্রী রায়ের জন্ম ০৪/০৫/১৯৫২ তারিখে জলপাইগুড়ি জেলায়। বাবা জলপাইগুড়ি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, পরে বদলিসূত্রে কলকাতার ID Hospital এ যোগদান করার পর থেকেই তাঁর পরিবার বেলেঘাটা অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে, আমৃত্যু শ্রী রায় সেই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন।

১৯৭০ সালে বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলথেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শ্রী রায় কিছু দিন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার টাকীতে শরনার্থী শিবিরের সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কলকাতায় নির্মীয়মান মেট্রোরেলের সার্ভের কাজের সঙ্গেও তিনি কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট-এ তিনি যাঁচ মোহরার পদে নিযুক্ত হয়ে প্রথমে উঃ ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ায় পোস্টিং পান। তারপর দঃ ২৪ পরগণার বিভিন্ন ব্লকে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে ২০০০ সালে Revenue Inspector (RI) পদে পদোন্নতি পান। ২০০৮ সালে Revenue Officer পদে পদোন্নতি পেয়ে দঃ ২৪ পরগণার ভাঙড় এ কর্মরত ছিলেন এবং ৩১/০৫/২০১২ তারিখে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশাসনিক পদের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ৩৭ বছরের সুদীর্ঘ কর্মজীবনে ভূমি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে একজন দায়বদ্ধ কর্মচারীরূপে ন্যস্ত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপালন করে এসেছিলেন। পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক কর্মচারী আন্দোলনের মূলস্রোতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার সূত্রে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির দঃ ২৪ পরগণা জেলার কোষাধ্যক্ষ সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন, নেতৃত্বদায়ী কর্মী সংগঠক রূপে কর্মচারীমহলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল সুবিদিত। Revenue Officer পদে উন্নীত হওয়ার পর তিনি আমাদের প্রিয় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং দঃ ২৪ পরগণা জেলা সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে অনুজপ্রতিম সহযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগঠনের একজন দায়বদ্ধ সৈনিকরূপে নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। শ্রী রায় সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পরও সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, বয়স নির্বিশেষে সকল সদস্যদের সঙ্গেই তিনি খোলামেলাভাবে মিশতে পারতেন, সংগঠনের যে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে বর্ষীয়ান এই নেতৃত্বের কর্মোদ্যম অনুজদের নিঃসন্দেহে প্রাণিত করতো। বিবিধ রোগব্যাধির প্রকোপ সত্ত্বেও তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি সেই সংগ্রামী মানসিকতারই পরিচয় তুলেধরে যা উৎসারিত হয়েছে উত্তরণ-অভিমুখী জীবনদর্শন থেকে যা আমাদের শেখায় স্থবিরতা নয় চলিষ্ণুতাই জীবন—বিচ্ছিন্নতা নয় জীবনে জীবন যোগ করতে পারাতেই উত্তরণ।

অকৃতদার শ্রী সুপ্রসন্ন রায় তাঁর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রে থাকতেন। যৌথ পরিবারের অভিভাবকপ্রতিম ছিলেন শ্রী রায়, আমৃত্যু সমস্ত পারিবারিক দায়িত্বও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন রাসন করে এসেছিলেন। শ্রী সুপ্রসন্ন রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে তাঁর অমলিন স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

সুপ্রসন্ন রায় অমর রহে।

সুপ্রসন্ন রায় তোমায় আমরা ভুলি নি, ভুলবো না।

স্মরণ

সম্প্রতি জীবনাবসন ঘটেছে—

- রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব, 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক **প্রণব চট্টোপাধ্যায়,**
- ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **মনমোহন সিংহ,**
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **জিমি কার্টার,**
- প্রখ্যাত তবলাবাদক **উস্তাদ জাকির হুসেন,**
- সংগীতশিল্পী **প্রতুল মুখোপাধ্যায়,**
- বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক **শ্যাম বেনেগাল,**
- ভারতের প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার **সৈয়দ আবিদ আলি**—প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের।

সম্প্রতি কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় এবং দেশে-বিদেশে ঝড়-বন্যা-ভূমিকম্প সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলের ক্রমাগত বর্বরোচিত আক্রমণ ও হামলায় মৃত্যুবরণ করেছেন নারী, শিশুসহ বহু মানুষ।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

প্রস্তাব পেশ ঃ সৈয়দ হাসান সিমন

প্রস্তাব পেশ ঃ প্রণবেশ পুরাকাইত

ক্রোডেন্সিয়াল রিপোর্ট ঃ ঋদ্ধি চক্রবর্ত্তী

প্রস্তাব পেশ ঃ সৌগত বিশ্বাস

প্রতিবেদন পেশ ঃ শান্তনু গাঙ্গুলী

প্রস্তাব পেশ ঃ রিম্পা সাহা

প্রস্তাব পেশ ঃ সুদীপ সরকার

প্রস্তাব পেশ ঃ শুভ্রান্ত ঘটক

প্রস্তাব পেশ ঃ শিবপ্রসাদ দাস

প্রস্তাব পেশ ঃ তনয়া দত্ত

প্রস্তাব পেশ ঃ তারিকুল ইসলাম

সভাপতিমণ্ডলী ➤

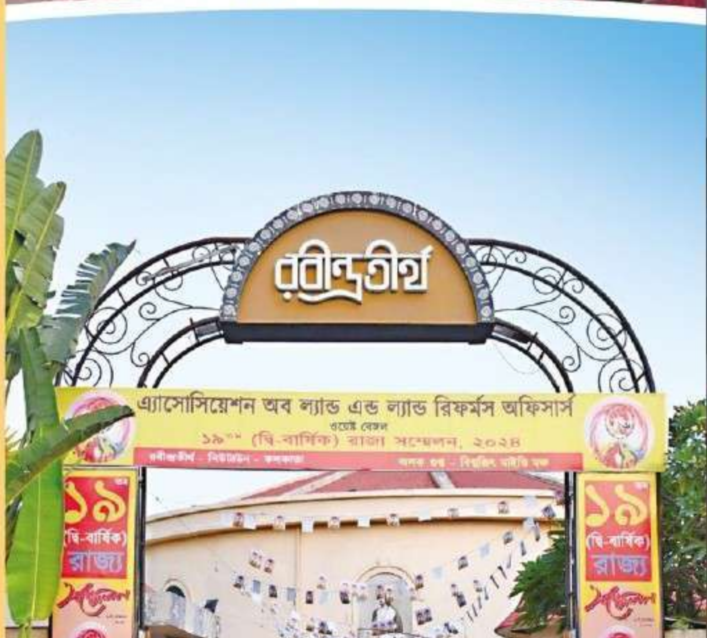

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯